বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. জগন্নাথ বড়ুয়া

রিটন কুমার বড়ুয়া

অনুপম বড়ুয়া

শিপ্রা বড়ুয়া

মোহা: মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

তানিমা ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি মূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বয়ানের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম মানুষের আবেগ ও সুন্দর অনুভূতি তৈরিতে সহায়তা করে। একজন আদর্শ মানুষ, আদর্শ নাগরিক এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে ধর্ম শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। আর প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। এ স্তরেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠে। বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে একটি। সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনী, ত্রিপিটক, শীল (নৈতিক শিক্ষা), সংঘদান, পূজা ও উৎসব প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী গঠনে ভূমিকা রাখবে। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজধর্ম সম্পর্কে জেনে এই ধর্মের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শিশু শিক্ষার্থীরা সবাইকে ভালোবাসতে সচেষ্ট হবে– এটাই আমাদের একান্ত কাম্য।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধীজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্যে, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ	১-১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচয়	১১-১৮
তৃতীয় অধ্যায়	বন্দনা	১৯-২৪
চতুর্থ অধ্যায়	পঞ্চশীল	২৫-৩২
পঞ্চম অধ্যায়	সংঘদান	৩৩-৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়	আদর্শ জীবনচরিত	৪১-৪৮
সপ্তম অধ্যায়	পূজা ও উৎসব	৪৯-৫৮
অষ্টম অধ্যায়	তীর্থস্থান	৫৯-৭০
নবম অধ্যায়	জাতকে জীব ও প্রকৃতি	৭১-৮৫

প্রথম অধ্যায়

সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্ব লাভ

এই অধ্যায়ে যা আছে–

- সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
- বুদ্ধত্ব লাভ

কিছু কিছু ঘটনা বা দৃশ্য আছে যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলে বা মানুষের মনে দাগ কাটে। চলো দলে আলোচনা করে আমাদের দেখা এরূপ ঘটনাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।

তালিকা
১.
২.
৩.
৪.
৫.

সিদ্ধার্থ গৌতম নগর ভ্রমণে গিয়ে চারটি ঘটনা (দৃশ্য বা নিমিত্ত) দেখেছিলেন, যা তাঁকে খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই ঘটনাগুলো দেখে তিনি দুঃখমুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন।

গৃহত্যাগের পর কঠোর সাধনা করে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন, গৃহত্যাগ এবং বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে জানব।

সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন

জন্মের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থকে দেখে ঋষি অসিত ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, 'এই শিশু সংসারধর্ম পালন করলে চক্রবর্তী রাজা হবেন। যদি গৃহত্যাগ করেন তাহলে জগৎপূজ্য বুদ্ধ হবেন এবং মানুষকে দুঃখ মুক্তির পথ দেখাবেন।' ঋষির মুখে একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে শুনে রাজা শুদ্ধোদন খুবই কষ্ট পেলেন। পুত্র যেন সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী না হয় সে জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি কুমার সিদ্ধার্থকে রাজকীয় ভোগ-বিলাসে এবং আনন্দময় পরিবেশে লালন পালন করতে লাগলেন। ক্রমে সিদ্ধার্থ শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হলেন। রাজপ্রাসাদে পরম যত্নে লালিত-পালিত হলেও ভোগ বিলাসের প্রতি ছিল তাঁর অনীহা। যুব বয়সে পুত্রের উদাসীন আচরণ দেখে রাজা শুদ্ধোদন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বারবার মনে পড়তে লাগল ঋষি অসিতের ভবিষ্যৎ বাণী। একদিন রাজা মন্ত্রীদের ডেকে পুত্রের উদাসীনতার কথা জানালেন। মন্ত্রীগণ কুমারকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন।

চিত্র-১ : সিদ্ধার্থ গৌতম ও যশোধরার বিবাহ

পরামর্শক্রমে রাজা দেবদহের রাজকন্যা যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ গৌতমের বিবাহ সম্পন্ন করেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাতে পেরে খুবই খুশি হলেন। ভাবলেন কুমারের বৈরাগ্যভাব দূর হবে এবং কুমার গৃহত্যাগ করে আর সন্ন্যাসী হবে না। বিবাহের পর সিদ্ধার্থ ও যশোধরা রাজপ্রাসাদে

সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন কুমার সিদ্ধার্থের মনে নগর ভ্রমণের ইচ্ছা জাগ্রত হলো। পিতা শুদ্ধোদন নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন।

চিত্র-২ : সিদ্ধার্থ গৌতমের চারি নিমিত্ত দর্শন

মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন, 'বৈরাগ্যভাব উদয় করতে পারে এমন কোনো দৃশ্য যেন কুমারের চোখে না পড়ে।' কুমার রথচালক ছন্দককে নিয়ে নগর ভ্রমণে বের হয়ে চারদিনে চারটি নিমিত্ত দর্শন করলেন। 'নিমিত্ত' শব্দের অর্থ হলো ঘটনা, চিহ্ন, সংকেত, ইঙ্গিত, শুভ-অশুভ লক্ষণ ইত্যাদি। আর 'দর্শন' শব্দের অর্থ হলো দেখা। প্রথম দিন তিনি দেখলেন, এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চলছে। দ্বিতীয় দিন দেখলেন এক রোগগ্রস্থ লোক দুঃখে বিলাপ করছে। তৃতীয় দিন দেখলেন একটি মৃতদেহ লোকজন কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন দেখলেন গেরুয়া বসনধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁর মুখে ছিল হাসি। ভাবনার লেশমাত্র ছিল না। সন্ন্যাসীকে দেখে কুমার খুব প্রীত হলেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের দেখা এই চারটি ঘটনাকে 'চারি নিমিত্ত দর্শন' বলা হয়।

একক কাজ

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

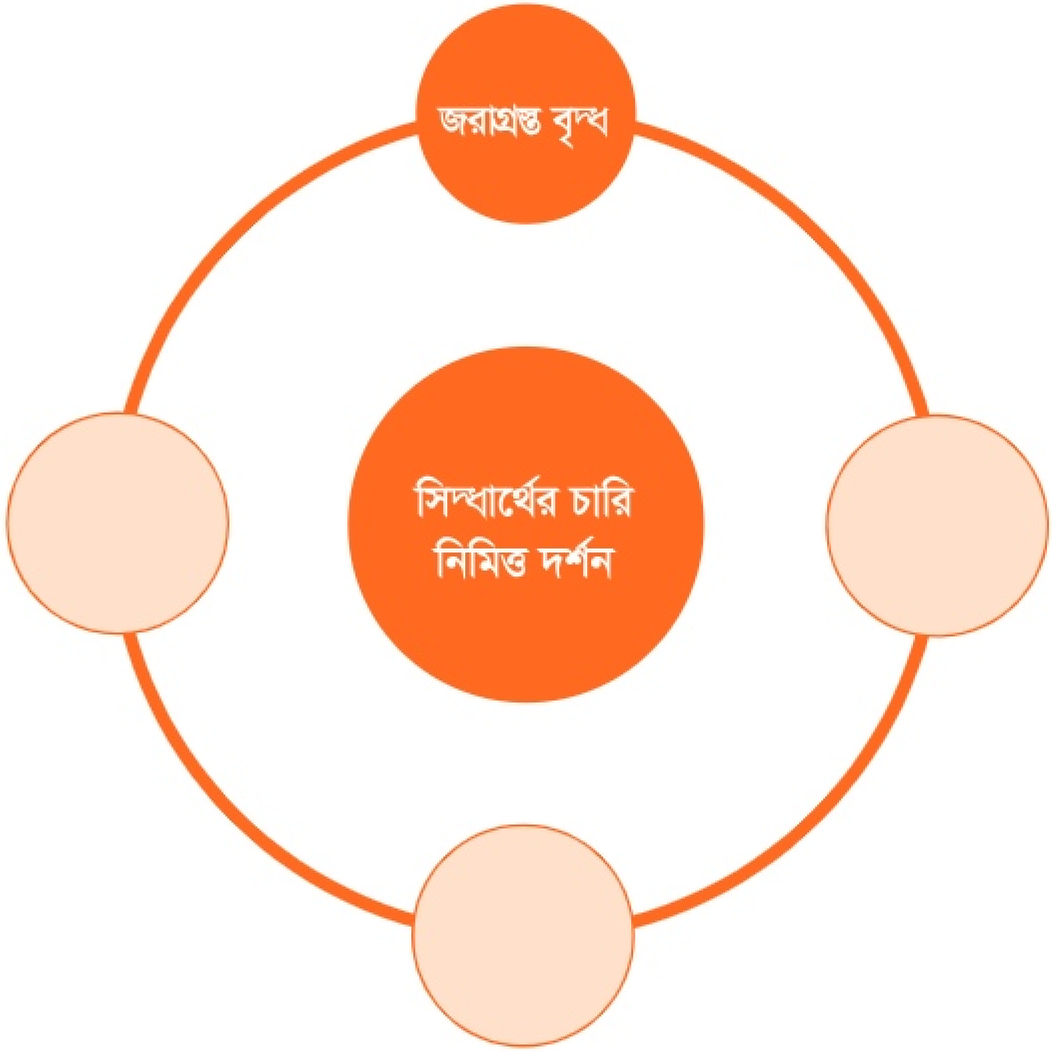

সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ

চারি নিমিত্ত দেখে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ দুঃখ পায়। জরাগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হলে দুঃখ পায়। মৃত্যুবরণে দুঃখ পায়। প্রিয় বিচ্ছেদে মানুষের দুঃখ হয়। অপ্রিয় সংযোগে দুঃখ হয়। ইচ্ছিত বা ইপ্সিত বস্তু না পেলে দুঃখ হয়। এগুলো মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। ধনী, গরিব, রাজা, প্রজা, নারী, পুরুষ সকলে নানাভাবে এসব দুঃখ ভোগ করে। তিনি ভাবতে লাগলেন এসব দুঃখ থেকে মুক্তির কী

কোনো উপায় নেই ? ভাবতে ভাবতে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেন। অবশেষে, তিনি দুঃখ মুক্তির পথ বা উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন।

চিত্র-৩ : গৃহত্যাগের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম পুত্র রাহুল এবং স্ত্রী যশোধরাকে এক পলক দেখছেন

ঠিক এমন সময় তিনি পুত্র রাহুলের জন্ম সংবাদ পেলেন। পুত্রের স্নেহ মমতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় কুমার সিদ্ধার্থ আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমার গভীর রাত। প্রিয়পুত্র এবং প্রিয়তমা স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সিদ্ধার্থ স্ত্রী পুত্রকে এক পলক দেখে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

অতঃপর তিনি রথ চালক ছন্দককে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। সিদ্ধার্থের প্রিয় ঘোড়ার নাম ছিল কন্থক। কুমার সিদ্ধার্থের আদেশে ছন্দক ঘোড়া কন্থককে নিয়ে উপস্থিত হলেন। কন্থকের পিঠে চড়ে গভীর রাতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে উপস্থিত হলেন অনোমা নদীর তীরে। সেখানে ছন্দক এবং কন্থককে বিদায় দিলেন। ছন্দক অনেক অনুনয় বিনয় করেও তাঁকে ফেরাতে পারল না। ছন্দক অশ্রুসজল নয়নে বিদায় নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসে। তার মুখে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা শুনে রাজপ্রাসাদে হাহাকার পড়ে গেল। গৃহত্যাগের সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের বয়স ছিল ২৯ বছর।

চিত্র-৪ : সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ

দলগত কাজ (মাথা খাটানো)

তালিকা তৈরি: 'যেসব কারণে মানুষ দুঃখ পায়'– দলে আলোচনা করে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করি

তালিকা
১. রোগে আক্রান্ত হলে দুঃখ পায়।
২.
৩.
৪.
.
.

সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

চিত্র-৫ : সিদ্ধার্থ গৌতমের সন্ন্যাস গ্রহণ

সারথী ছন্দককে বিদায় দেয়ার পূর্বে তাঁর হাতে রাজকীয় পোশাক, মুকুট, অলংকার প্রভৃতি দিয়ে সিদ্ধার্থ গেরুয়া পোশাক পরিধান করলেন। তলোয়ারের সাহায্যে মাথার চুল কাটলেন। ছন্দককে বিদায় দিয়ে সন্ন্যাসী বেশে প্রবেশ করলেন ঋষি ভার্গবের আশ্রমে। সেখানে কিছুদিন সাধনা করলেন। কিন্তু সেখানে তিনি দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন না। সেখান থেকে চলে গেলেন রাজগৃহে। রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাজা তাঁর সৌম্য চেহারা দেখে অভিভূত হলেন। পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ঋষি আড়ার কালামের আশ্রমে চলে যান। তাঁর আশ্রমেও কাটালেন বেশ কিছুদিন। তিনিও দুঃখ মুক্তির পথের সন্ধান দিতে পারলেন না। নতুন গুরুর সন্ধানে বিচরণ করলেন নানা তীর্থে। দেখা করলেন নানা ঋষির সাথে। এই পথচলায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কৌন্ডণ্য, অশ্বজিত, বপ্প, মহানাম ও ভদ্দিয়। এঁরা ঋষি আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা 'পঞ্চবর্গীয় শিষ্য' নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরিশেষে এসে পৌঁছলেন নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত উরুবেলা গ্রামে। স্থানটির পরিবেশ ছিল শান্ত

এবং নির্জন। শুরু করলেন কঠোর ধ্যান সাধনা। কেটে গেল বেশ কিছুদিন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সিদ্ধার্থের দেহ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ল। বুঝতে পারলেন ধ্যান সাধনার জন্য দেহ সুস্থ রাখা দরকার। তাই তিনি মধ্যমপথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

উরুবেলার পাশেই ছিল সেনানী গ্রাম। তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য সেনানী গ্রামের উদ্দেশ্যে বের হলেন। দুর্বল দেহে বেশি দূর যেতে না পেরে এক নিগ্রোধ বৃক্ষ মূলে বসে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এ সময় সেনানী পরিবারের কন্যা সুজাতা এসে তাঁকে পায়সান্ন দান করলেন। সেই পায়সান্ন গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করলেন। অতঃপর নতুন উদ্যমে গয়ার নিগ্রোধ বৃক্ষ তলে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমার হাড়, চর্ম, ত্বক, মাংস সব শুকিয়ে যাক। আমি বুদ্ধত্ব লাভ না করে এ আসন থেকে উঠব না।" এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

ঠিক তখন মার (মন্দ দেবতা বা মানসিক অশুভ প্রবৃত্তি) এসে নানা ছলে-বলে কৌশলে তাঁর ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করতে লাগলেন। তারা কিছুতেই সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারল না। মার পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। মারকে পরাজিত করে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের স্থানটি বর্তমানে 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিত।

চিত্র-৬ : কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন

চিত্র-৭ : বুদ্ধত্ব লাভ

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। সিদ্ধার্থ গৌতমের স্ত্রীর নাম কী ছিল?
ক) যশোধরা খ) উৎপলবর্ণা গ) ক্ষেমা ঘ) পটাচারা

২। সিদ্ধার্থ কয়টি নিমিত্ত দর্শন করেন?
ক) ৩টি খ) ৪টি গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৩। সিদ্ধার্থ গৌতম কতবছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন?
ক) ২৭ বছর খ) ২৮ বছর গ) ২৯ বছর ঘ) ৩০ বছর

৪। সিদ্ধার্থ গৌতম কত বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন?
ক) ২৫ বছর খ) ৩০ বছর গ) ৩৫ বছর ঘ) ৪০ বছর

৫। সিদ্ধার্থ গৌতম কোথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন?
ক) লুম্বিনী খ) বুদ্ধগয়া গ) সারনাথ ঘ) কুশিনগর

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। ছন্দককে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ প্রবেশ করেন ------------ আশ্রয়ে।

২। সিদ্ধার্থ গৌতমকে সুজাতা ---------- দান করেছিলেন।

৩। কৌণ্ডন্য, অশ্বজিত, বপু, মহানাম ও ভদ্দির -------------- নামে পরিচিত।

৪। ধ্যান সাধনার জন্য দেহকে ----------- রাখা দরকার।

৫। সিদ্ধার্থের প্রিয় ঘোড়ার নাম ছিল -----------।

গ) মিলকরণ করি :

১। চারি নিমিত্ত দর্শন করে সিদ্ধার্থ	ক) জগৎপূজ্য বুদ্ধ হবেন।
২। সিদ্ধার্থ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন	খ) নানাভাবে দুঃখ ভোগ করে।
৩। দ্বিতীয় দিন দেখলেন এক	গ) গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৪। সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করলে	ঘ) নিগ্রোধবৃক্ষের তলে।
৫। ধনী, গরিব,রাজা, প্রজা, নারী, পুরুষ সকলে	ঙ) রোগগ্রস্থ লোক দুঃখে বিলাপ করছে।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। পুত্রের উদাসীন আচরণ দেখে রাজা শুদ্ধোদন ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থ গৌতমকে রাজসিংহাসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সিদ্ধার্থের প্রিয় ঘোড়ার নাম ছিল কন্থক। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। পঞ্চবর্গীয় শিষ্য বলতে পঞ্চাশ জন শিষ্য বোঝায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সিদ্ধার্থ গৌতমকে দেখে ঋষি অসিত কী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন?

২। 'নিমিত্ত' বলতে কী বোঝায়?

৩। সারথী ছন্দককে বিদায় দেয়ার পূর্বে সিদ্ধার্থ কী করেছিলেন?

৪। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

৫। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। সিদ্ধার্থ গৌতম কী কী নিমিত্ত দর্শন করেছিলেন তা বর্ণনা করো।

২। চারি নিমিত্ত দর্শন করে সিদ্ধার্থ গৌতম কী বুঝতে পেরেছিলেন তা ব্যাখ্যা করো।

৩। সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন চরিত থেকে তুমি কী শিক্ষা লাভ করেছ তা লেখো।

ত্রিপিটক পরিচয়

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- ত্রিপিটক শব্দের অর্থ
- ত্রিপিটকের পরিচয়
- সূত্র পিটক
- বিনয় পিটক
- অভিধর্ম পিটক।

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক। চলো 'ত্রিপিটক' শব্দের অর্থ ও ত্রিপিটকের বিভাগ সম্পর্কে দলে আলোচনা করে লিখি:

আজ আমরা বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কে জানব।

ত্রিপিটকের ছবি	
সূত্র পিটক	
বিনয় পিটক	
অভিধর্ম পিটক	

চিত্র-৮ : ত্রিপিটক

'ত্রিপিটক' শব্দের অর্থ

'ত্রিপিটক' শব্দটি 'ত্রি' এবং 'পিটক' শব্দ যোগে গঠিত। 'ত্রি' শব্দের অর্থ হলো তিন। অপরদিকে, 'পিটক' শব্দের অর্থ ঝুড়ি, আধার, পাত্র ইত্যাদি। সুতরাং 'ত্রিপিটক' শব্দের অর্থ তিনটি ঝুড়ি বা তিনটি পাত্র বা তিনটি আধার। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ তিনটি পিটকে বিভক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তিনটি পিটক হলো:

১. সূত্র পিটক

২. বিনয় পিটক

৩. অভিধর্ম পিটক

এই তিনটি পিটককে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলে। গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন। ধর্মপ্রচারকালে তিনি যেসব ধর্মোপদেশ দান করেছেন তা ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে।

একক কাজ

ধারণা চিত্রঃ সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

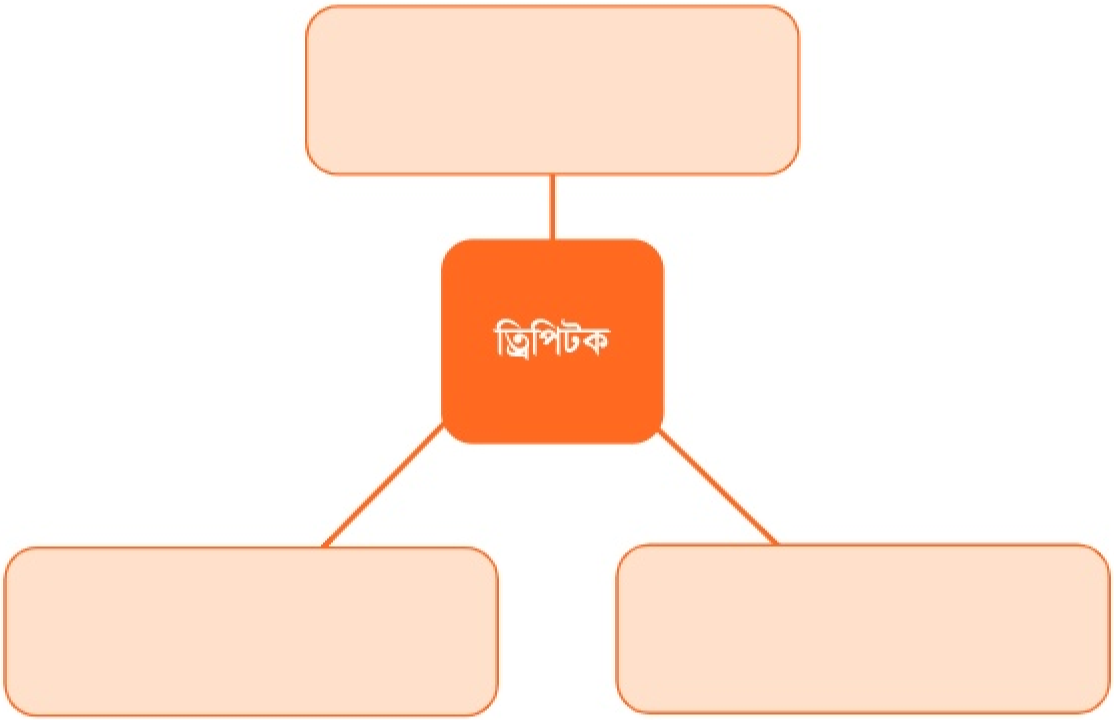

ত্রিপিটকের পরিচয়

সূত্র পিটক

বুদ্ধ সূত্র আকারে অনেক উপদেশ দান করেছেন। সূত্রাকারে দেশিত ধর্মোপদেশগুলো যে পিটকে লিপিবদ্ধ আছে তাকে সূত্র পিটক বলে। সূত্র পিটক পাঁচটি নিকায় বা ভাগে বিভক্ত। যথা:

১. দীর্ঘ নিকায়

২. মধ্যম নিকায়

৩. সংযুক্ত নিকায়

৪. অঙ্গুত্তর নিকায়

৫. খুদ্দক নিকায়

সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র লিপিবদ্ধ আছে। সূত্রগুলো পাঠ করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করা যায় এবং আদর্শ জীবন গঠন করা যায়।

একক কাজ

তালিকা তৈরি: সূত্র পিটকের অন্তর্গত পাঁচটি নিকায়ের একটি তালিকা তৈরি করি

তালিকা
১.
২.
৩.
৪.
৫.

বিনয় পিটক

'বিনয়' শব্দের অর্থ নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, বিধি-বিধান ইত্যাদি। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের জন্য বুদ্ধ অনেকগুলো নিয়ম নির্দেশ করেছেন। সেই নিয়মগুলো যে পিটকে লিপিবদ্ধ আছে তাকে বিনয় পিটক বলে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘ বিনয় পিটকে বর্ণিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে জীবনযাপন করেন। বিনয় পিটকে পাঁচটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলো হলো:

১. পারাজিকা
২. পাচিত্তিয়া
৩. মহাবর্গ
৪. চূল্লবর্গ
৫. পরিবার পাঠ

পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে সুত্ত বিভঙ্গ বলে। অপরদিকে মহাবর্গ ও চূল্লবর্গকে একত্রে খন্ধক বলে। সংক্ষেপে বিনয় পিটক সুত্ত বিভঙ্গ, খন্ধক ও পরিবার পাঠ– এ তিন ভাগে বিভক্ত।

একক কাজ

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

অভিধর্ম পিটক

ত্রিপিটকের তৃতীয় ভাগ হচ্ছে অভিধর্ম পিটক। 'অভিধর্ম' শব্দটি 'অভি' এবং 'ধর্ম' শব্দ যোগে গঠিত। 'অভি' শব্দের অর্থ হলো বিশিষ্ট, অধিকতর, অতিরিক্ত বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সুতরাং 'অভিধর্ম' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ধর্ম, অধিকতর ধর্ম বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম। বিশেষত চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ– এই চারটি বিষয় অভিধর্ম পিটকে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের দর্শন বিষয়ক আলোচনাই অভিধর্ম পিটকের মূল বিষয়। অভিধর্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলো হলো:

১. ধম্মসঙ্গণি

২. বিভঙ্গ

৩. ধাতুকথা

৪. পুগ্গলপঞ্ঞত্তি

৫. কথাবত্থু

৬. যমক

৭. পট্ঠান

জোড়ায় কাজ

প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা: নিচের গ্রন্থগুলো সঠিক স্থানে লিখি

গ্রন্থসমূহ: ধম্মসঙ্গণি, পারাজিকা, খুদ্দক নিকায়, দীর্ঘ নিকায়, ধাতুকথা, মহাবর্গ, অঙ্গুত্তর নিকায়, বিভঙ্গ, সংযুক্ত নিকায়, পাচিত্তিয়া, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, চূল্লবর্গ, কথাবত্থু, পরিবার পাঠ, যমক, মধ্যম নিকায়, পট্ঠান

সূত্র পিটক	বিনয় পিটক	অভিধর্ম পিটক

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। 'পিটক' শব্দের অর্থ কি?
ক) পাত্র খ) বিষয় গ) প্রজ্ঞা ঘ) দান

২। সূত্র পিটক কয়টি নিকায়ে বিভক্ত?
ক) ৪টি খ) ৫টি গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৩। বিনয় পিটকে কি লিপিবন্ধ আছে?
ক) গৃহীদের পালনীয় নিয়ম খ) সন্ন্যাসীদের পালনীয় নিয়ম
গ) ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ঘ) পরিব্রাজকদের পালনীয় নিয়ম

৪। অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থ কোনটি?
ক) পারাজিকা খ) মহাবর্গ গ) পট্ঠান ঘ) খুদ্দক নিকায়

৫। গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেন?
ক) ঊনিশ বছর খ) ঊনত্রিশ বছর গ) পঁয়ত্রিশ বছর গ) পঁয়তাল্লিশ বছর

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ ---------------ভাগে বিভক্ত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২। বুদ্ধ সূত্রাকারে অনেক ----------- দান করেছেন।

৩। সূত্রগুলো পাঠ করে ----------------- অর্জন করা যায়।

৪। পারাজিকা ও পাচিত্তিয়াকে একত্রে --------------বলে।

৫। অভিধর্ম শব্দটি ------- এবং --------- শব্দ দু'টি যোগে গঠিত।

গ) মিলকরণ করি :

১। ত্রিপিটক শব্দের অর্থ	ক) তা ত্রিপিটকে লিপিবন্ধ আছে।
২। বুদ্ধ যেসব ধর্মোপদেশ দান করেছেন	খ) তাকে সূত্র পিটক বলে।
৩। সূত্রাকারে দেশিত ধর্মোপদেশগুলো যে পিটকে লিপিবন্ধ আছে	গ) সূত্র পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক।
৪। মহাবর্গ ও চূল্লবর্গকে	ঘ) তিনটি ঝুড়ি / পাত্র / আধার
৫। ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ হচ্ছে	ঙ) একত্রে খন্ধক বলে।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। 'ত্রি' শব্দের অর্থ তিন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। পারাজিকা গ্রন্থটি সূত্র পিটকের অন্তর্গত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। গৌতম বুদ্ধ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সূত্রপিটক চারটি নিকায় বা ভাগে বিভক্ত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। অভিধর্ম পিটকে সাতটি গ্রন্থ আছে? শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ত্রিপিটক কাকে বলে?

২। সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম লেখো।

৩। বিনয় পিটক ও সূত্র পিটকের মধ্যে পার্থক্য লেখো?

৪। অভিধর্ম পিটক কাকে বলে?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। সূত্র পিটক পাঠের উপকারিতা কী কী?

২। বিনয়পিটক ও সূত্র পিটকের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩। তুমি পরিবারে কী কী ধর্মীয় নিয়ম মেনে চলো তা লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

বন্দনা

এই অধ্যায়ে যা আছে–

- বন্দনা
- পালি ও বাংলায় ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা, পিতৃ বন্দনা
- বন্দনার নিয়মাবলি
- বন্দনার সুফল।

জোড়ায় কাজ

তালিকা তৈরি: পরিবারে আমরা যেসব বন্দনা করি তার একটি তালিকা তৈরি করি

বন্দনার নামের তালিকা
১.
২.
.
.
.

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

বন্দনা

চিত্র-৯ : বৌদ্ধ বিহারে ছেলে-মেয়েসহ পিতা-মাতা বন্দনা নিবেদন করছেন

'বন্দনা' শব্দের অর্থ হলো প্রণতি, প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন। বৌদ্ধরা প্রতিদিন বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে বা নিজ গৃহে বুদ্ধাসনের সামনে বন্দনা নিবেদন করেন। নানা রকম বন্দনা রয়েছে। যেমনঃ ত্রিরত্ন বন্দনা, অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা, পিতৃ বন্দনা, বোধিবৃক্ষ বন্দনা, সপ্ত মহাস্থান বন্দনা, স্তূপ বন্দনা ইত্যাদি। ত্রিরত্ন বন্দনায় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণাবলি স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ভিক্ষু বন্দনায় কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বন্দনা নিবেদন করা হয়। মাতৃ বন্দনায় স্নেহ মমতায় লালন পালন করার জন্য মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পিতৃ বন্দনায় ভরণ-পোষণ ও সুশিক্ষা দানের জন্য পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সপ্ত মহাস্থান বন্দনায় বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সাতটি মহাস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্তূপ বন্দনায় বুদ্ধের দেহভস্ম ও ব্যবহার্য দ্রব্য রক্ষিত স্তূপের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধরা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা দু'বেলা বন্দনা নিবেদন করেন। এই পাঠে আমরা ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা সম্পর্কে জানব।

একক কাজ

তুষার বল তৈরি: বিভিন্ন বন্দনার নাম দিয়ে একটি তুষার বল তৈরি করি

ভিক্ষু বন্দনা

ওকাস, বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তযেন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে। দুতিযম্পি, ওকাস, বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তযেন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে। ততিযম্পি, ওকাস, বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তযেন কতং সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুন। আমি বন্দনা নিবেদন করছি, আমার ত্রিদ্বারে (কায়, বাক্য ও মনে) কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

দ্বিতীয়বার, ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুন। আমি বন্দনা নিবেদন করছি, আমার ত্রিদ্বারে (কায়, বাক্য ও মনে) কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

তৃতীয়বার, ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুন। আমি বন্দনা নিবেদন করছি, আমার ত্রিদ্বারে (কায়, বাক্য ও মনে) কৃত সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

মাতৃ বন্দনা

কত্বান কাযে রুধিরং খীরং যা সিনেহ পূরিতা

পাযেত্বা মং সংবড্ঢেসি বন্দে তং মম মাতরং।

মাতৃ বন্দনার বাংলা অনুবাদঃ যে জননী রক্ত-সঞ্জাত স্নেহসিক্ত স্তন্যপান করিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেই মমতাময়ী মাতাকে আমি বন্দনা করছি।

পিতৃ বন্দনা

দযায পরিপুণ্ণোব জনকো যো পিতা মম,

পোসেসি বুদ্ধিং করোসি বন্দে তং পিতরং মম।

পিতৃ বন্দনার বাংলা অনুবাদঃ দয়ায় পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে ভরণ-পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত করেছেন সেই পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

দলগত কাজ

ভূমিকাভিনয়ঃ ভিক্ষু বন্দনা, মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা ভূমিকাভিনয় করে দেখাই।

বন্দনার নিয়মাবলি

বিহারে বা গৃহে নিয়ম অনুসরণ করে বন্দনা করতে হয়। সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যা দু'বেলা বন্দনা করা হয়। বৌদ্ধ বিহারে বা নিজ গৃহে বুদ্ধমূর্তি বা বুদ্ধ প্রতিবিম্বের সামনে বসে বন্দনা করা ভালো। তবে বন্দনা করার পূর্বে মুখ, হাত-পা ধৌত করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হয়। সর্বদা কুশল চিত্তে বন্দনা করা উচিত। বন্দনা করার সময় মনে কোনো প্রকার অকুশল চিন্তা করা যাবে না। হাঁটু ভাঁজ, করজোড়ে বসে বন্দনা নিবেদন করতে হয়। বন্দনা শেষে বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়।

বন্দনার সুফল

বন্দনা করার সুফল অনেক। নিয়মিত বন্দনা করলে মন প্রসন্ন থাকে। মনে অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হয় না। চরিত্র সুন্দর হয়। মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করার চেতনা জাগ্রত হয়। ধর্মগুরু, মা-বাবা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি মমত্ব বাড়ে। কুশল চিত্তে সকাল, সন্ধ্যা বন্দনা করলে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যারা প্রত্যহ বন্দনা করে তাদের সকলে শ্রদ্ধা করে, স্নেহ করে এবং ভালোবাসে।

দলগত কাজ

অনুচ্ছেদ লিখন: নিয়মিত বন্দনা করার ফলে আমাদের জীবনে যেসব পরিবর্তন এসেছে তা লিখি

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। বৌদ্ধরা দিনে কতবেলা বন্দনা নিবেদন করে?

ক) এক বেলা　খ) দুই বেলা　গ) তিন বেলা　ঘ) চার বেলা

২। কোনটি ত্রি-দ্বারের অন্তর্গত নয়?

ক) কায়　খ) স্মৃতি　গ) বাক্য　ঘ) মন

৩। সর্বদা কোন চিত্ত নিয়ে বন্দনা করা উচিত?

ক) কুশল চিত্ত　খ) অকুশল চিত্ত　গ) ত্যাগ চিত্ত　ঘ) বিপাক চিত্ত

৪। কোথায় বন্দনা করা ভালো?

ক) বিহার বা নিজগৃহ　খ) গুহা　গ) নির্জন স্থান　ঘ) অরণ্য

৫। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলে কী জাগ্রত হয়?

ক) উত্তম চেতনা　খ) অকুশল চেতনা　গ) সহিংস চেতনা　ঘ) লোভ চেতনা

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। বন্দনা শব্দের অর্থ -----।

২। ত্রিরত্ন বন্দনায় বুদ্ধ, ধর্ম ও ------গুণাবলিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

৩। নিয়মিত বন্দনা করলে ------ প্রসন্ন থাকে।

৪। কুশল চিত্তে বন্দনা করলে --------- থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৫। ভিক্ষু বন্দনায় কৃত ------------জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

গ) মিলকরণ করি :

১। বন্দনা করার	ক) দুই বেলা বন্দনা করা হয়।
২। সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যায়	খ) পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি হয়।
৩। বন্দনা করলে	গ) অকুশল চিন্তা করা যাবে না।
৪। বন্দনা করার সময়	ঘ) সুফল অনেক।
৫। বন্দনার ফলে	ঙ) চরিত্র সুন্দর হয়

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। সপ্তমহাস্থান বন্দনায় বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সাতটি মহাস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। বন্দনা করলে মন প্রসন্ন থাকে না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। বন্দনা করলে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সর্বদা অকুশল চিত্তে বন্দনা করা উচিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। নিয়ম অনুসরণ করে বন্দনা নিবেদন করতে হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বন্দনা কী? কয়েকটি বন্দনার নাম লেখো।

২। সপ্ত মহাস্থান বন্দনা বলতে কী বোঝ?

৩। অর্থসহ মাতৃ বন্দনা লেখো।

৪। অর্থসহ ভিক্ষু বন্দনা লেখো।

৫। স্তূপ বন্দনায় কিসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তা লেখো?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। বন্দনার নিয়মাবলি কী কী?

২। বন্দনার কয়েকটি সুফল বর্ণনা করো।

৩। নিয়মিত বন্দনা করার ফলে তুমি কী সুফল পেয়েছ তা বর্ণনা করো।

৪। তুমি প্রতিদিন কীভাবে পিতৃ-মাতৃ বন্দনা করো?

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চশীল

এই অধ্যায়ে যা আছে–

- শীল
- পঞ্চশীল
- পঞ্চশীল প্রার্থনা
- পঞ্চশীলের গুরুত্ব।

শীল

চিত্র-১০ : বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে ছেলে-মেয়েসহ পিতা-মাতা শীল গ্রহণ করছেন

সজীব ও সুবল দু'জনই বন্ধু এবং একই বিদ্যালয়ে পড়ে। একই এলাকায় তারা বসবাস করে। প্রতিদিন বিকালে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলাধুলা করে। একদিন খেলা শেষে সজীব সুবলকে বলল, আগামী শুক্রবার আমি মা-বাবা ও ভাই-বোনের সাথে বিহারে যাব। ভিক্ষুর নিকট শীল সম্পর্কে দেশনা শুনব। তুমিও এসো। সুবল বলল, 'আচ্ছা! আমি সকালে আসব।' সুবল কথামত সকালে সজীবের বাড়িতে আসে। সজীবের পিতা-মাতাকে প্রণাম নিবেদন করে। তারা একসাথে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিহারে উপস্থিত হয়ে তারা আহার ও পুষ্প পূজা করে। ত্রিরত্ন বন্দনা করে। ভিক্ষুকে বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণ করে। এরপর পূজনীয় ভিক্ষু তাদের শীল সম্পর্কে দেশনা শুরু করেন এবং বলেন, 'শীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব, নিয়ম-নীতি, শৃংখলা ও সংযম ইত্যাদি। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকেও শীল বলা হয়। শীল সমস্ত কুশল কর্মের আদি বা প্রথম। শীল মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। শীলকে মানব জীবনের রক্ষাকবচও বলা হয়। গৌতম বুদ্ধ সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। যাঁরা শীল পালন করেন তাঁদেরকে শীলবান বলা হয়। ফুলের সৌরভ কেবল বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল সবদিকে প্রবাহিত হতে পারে। শীল পালনে জীবন সুন্দর হয়। ত্রিপিটকে নানা প্রকার শীলের উল্লেখ আছে। যেমন: পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল এবং পাতিমোক্ষ শীল। গৃহী বৌদ্ধরা প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করেন। উপাসক-উপাসিকাগণ অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে অষ্টশীল পালন করেন। অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমণ ও শ্রমণীগণ প্রতিদিন দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে 'প্রব্রজ্যা শীল' বলা হয়। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ পাতিমোক্ষ শীল পালন করেন। শীল পালনের সুফল অনেক। বুদ্ধ বলেছেন, "শীলে সুগতি ও ভোগ সম্পদ লাভ হয়। শীল স্বর্গ লাভের সোপান বা সিঁড়ি। শীল নির্বাণ লাভে সহায়ক। তাই প্রত্যেকের বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করা উচিত।"

ভিক্ষুর দেশনা শুনে সজীব ও সুবল খুবই প্রীত হলো এবং তারা শীল পালনে উদ্বুদ্ধ হয়। এরপর তারা ভিক্ষুকে বন্দনা নিবেদন করে বাড়িতে ফিরে যায়।

পঞ্চশীল

'পঞ্চশীল' শব্দটি 'পঞ্চ' ও 'শীল' শব্দ যোগে গঠিত। 'পঞ্চ' অর্থ পাঁচ আর শীল শব্দের অর্থ হলো নিয়ম বা নীতি। বুদ্ধ নির্দেশিত পাঁচটি নিয়ম বা নীতিকে পঞ্চশীল বলে। মহাকারুণিক বুদ্ধ গৃহীদের জন্য পঞ্চশীল প্রবর্তন করেন। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করেন। তাই পঞ্চশীলকে নিত্যপালনীয় শীলও বলা হয়। পঞ্চশীল পালন করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থানের প্রয়োজন হয় না। কায়ো, মনো, বাক্যে সবসময় সর্বত্র পঞ্চশীল পালন করা যায়।

পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়ম

কুশল চিত্তে পঞ্চশীল পালন করা উচিত। পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে হাত, মুখ, পা ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হয়। এরপর হাতজোড় করে হাঁটু ভাঁজ করে নতজানু হয়ে বসে পূজনীয় ভিক্ষুর কাছে পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করেন এবং গৃহীরা তা সমস্বরে মুখে মুখে উচ্চারণ করেন। তবে নিজে নিজেও পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়।

পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি, ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিযম্পি, ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ভিক্ষু: যমহং বদামি তং বদেথ।

শীলগ্রহণকারী: আম ভন্তে।

পাঠ করার সময় যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

ক) একজন প্রার্থনা করলে অহং ভন্তে আর বহুজনে প্রার্থনা করলে মযং ভন্তে বলতে হবে। অনুরূপভাবে একজনের ক্ষেত্রে 'যাচামি' আর বহুজনের ক্ষেত্রে 'যাচাম' উচ্চারণ করতে হবে।

খ) পালি উচ্চারণের সময় অ-কারন্ত হলে আ-কারন্ত করে উচ্চারণ করতে হয়।

গ) পালিতে 'য' এর উচ্চারণ বাংলা 'য়' এর মতো হয়।

পঞ্চশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার, ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার, ভন্তে! অবকাশ প্রদান করুণ। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু: আমি যা বলছি তা বলুন।

শীলগ্রহণকারী: হ্যাঁ ভন্তে, বলছি।

এরপর শীলগ্রহণকারী ভিক্ষুর মুখে মুখে ত্রিশরণ আবৃত্তি করবেন।

ত্রিশরণ: পালি

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি, বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
দুতিযম্পি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

তথিযম্পি, বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
ততিযম্পি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

ভিক্ষু: সরণা গমনং সম্পন্নং।
শীল প্রার্থনাকারী: আম ভন্তে।

ত্রিশরণ: বাংলা

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার-আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয়বার-আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
দ্বিতীয়বার-আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার-আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।
তৃতীয়বার-আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।
তৃতীয়বার-আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

ভিক্ষু: শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
শীল প্রার্থনাকারী: হ্যাঁ ভন্তে।

এরপর ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করবেন এবং শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

পঞ্চশীল: পালি

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

কামেসু মিচ্ছা চারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

পঞ্চশীল: বাংলা

আমি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি সুরা এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দলগত কাজ

ভূমিকাভিনয়: একজন ভিক্ষু, অন্যরা দায়ক-দায়িকা হয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ প্রক্রিয়া ভূমিকাভিনয় করে দেখাই।

পঞ্চশীলের গুরুত্ব

পঞ্চশীল হত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মিথ্যাকথা বলা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি হতে মানুষকে বিরত রাখে। এই পাঁচটি অকুশল বা মন্দ কর্ম মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। তাই এই পাঁচটি অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকা একান্ত উচিত। পঞ্চশীলের প্রথম শীল শুধু প্রাণীহত্যা থেকে বিরত রাখে না, সকল প্রাণীকে ভালোবাসতেও উদ্বুদ্ধ করে। সকল প্রাণী দণ্ডকে ভয় পায়। আঘাত করলে কষ্ট পায়। আমি যেমন আমার জীবনকে ভালোবাসি, তেমনি সকল প্রাণী নিজ জীবনকে ভালোবাসে। জীবন সকলের নিকট প্রিয়। তাই আমাদের যেকোনো প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। দ্বিতীয় শীল অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার পাশাপাশি অপরকে দান দিতেও উদ্বুদ্ধ করে। আমার জিনিস হারিয়ে গেলে বা কেউ নিয়ে গেলে আমি যেমন কষ্ট পাই, তেমনি অন্যরাও কষ্ট পায়। তাই অদত্তবস্তু গ্রহণ বা চুরি করা উচিত নয়। তৃতীয় শীল কেবল ব্যভিচার থেকে বিরত রাখে না, অপরের প্রতি নৈতিক আচরণ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষাও দান করে। যে ব্যক্তি অনৈতিক কাজ করে তাকে সকলে ঘৃণা করে। অনৈতিক কাজের জন্য সে শাস্তি ভোগ করে। তাই অনৈতিক কাজ করা উচিত নয়। চতুর্থ শীল মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সর্বদা সত্য কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না, সর্বত্র নিন্দিত হয়। তাই মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। পঞ্চম শীল মাদকদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকার পাশাপাশি সৎ জীবনযাপনেও অনুপ্রাণিত করে। মাদকদ্রব্য মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে। শরীরে নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে। এ কারণে শরীর সুস্থ রাখা এবং সৎ জীবনযাপনের জন্য মাদক গ্রহণ হতে বিরত থাকা উচিত।

বলা যায়, পঞ্চশীল মানুষের জীবনকে সুন্দর করে। মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। পারিবারিক ও সমাজ জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। অতএব, মানব জীবনে পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরিসীম।

একক কাজ

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

জোড়ায় কাজ

বাক্য লিখন: পঞ্চশীল পালনের ফলে নিজ জীবনে যেসব পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ কোন শীল পালন করেন?

ক) পঞ্চশীল খ) অষ্টশীল গ) দশশীল ঘ) পাতিমোক্ষ শীল

২। শীল স্বর্গ লাভের–

ক) সোপান বা সিঁড়ি খ) রাস্তা গ) সেতু ঘ) উপায়

৩। শীল পালনে কোন ফল লাভ হয়?

ক) দণ্ড খ) অশান্তি গ) সম্প্রীতি ঘ) সুগতি ও ভোগ সম্পদ

৪। যারা শীল পালন করে তাদের বলা হয়–

ক) শ্রদ্ধাবান খ) শীলবান গ) প্রজ্ঞাবান ঘ) ধনবান

৫। পঞ্চশীলকে আর কী বলা হয়?

ক) নিত্য পালনীয় শীল খ) প্রব্রজ্যাশীল গ) শ্রামণ্যশীল ঘ) ভিক্ষুশীল

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। কায়িক বাচনিক ও মানসিক সংযমকে ------- বলা হয়।

২। শীল সমস্ত কুশল কর্মের--------- ।

৩। অষ্টশীলকে -------- বলা হয়।

৪। দশশীলকে -------- বলা হয়।

৫। শীল মানবজীবনের অমূল্য ---------- ।

গ) মিলকরণ করি :

১। শীল শব্দের অর্থ হলো	ক) পঞ্চশীল।
২। গৃহীদের পালনীয় শীল	খ) বিবেক, বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে।
৩। মাদক দ্রব্য মানুষের	গ) অপরিসীম।
৪। মিথ্যাবাদী	ঘ) নিয়ম বা নীতি
৫। শীলের গুরুত্ব	ঙ) সর্বত্র নিন্দিত হয়।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। নিজে নিজেও পঞ্চশীল গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। অষ্টশীলকে 'প্রব্রজ্যা শীল' বলা হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। শীল শব্দের অর্থ সংযম। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। শীলের গুরুত্ব অপরিসীম। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। শীল বলতে কী বোঝ?

২। পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি লেখো।

৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ কোন শীল পালন করেন?

৪। পঞ্চশীল পালনের কয়েকটি সুফল লেখো।

৫। পঞ্চশীল পালনের ফলে মানুষের কী উপকার হয়?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। পঞ্চশীল বাংলায় লেখো।

২। পঞ্চশীলের গুরুত্ব লেখো।

৩। শীলবান ব্যক্তির গুণাবলি বর্ণনা করো।

৪। পঞ্চশীল পালনের ফলে তোমার জীবনে কী পরিবর্তন হয়েছে তা লেখো।

সংঘদান

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- সংঘ ও সংঘদান
- সংঘদানের উপকরণ
- সংঘদানের উৎসর্গগাথা
- সংঘদানের সুফল
- দান কাহিনি

চিত্র-১১ : সংঘদান

জোড়ায় কাজ

তালিকা তৈরি: উপরের চিত্রটি মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং দলে আলোচনা করে চিত্রে দেওয়া দানীয় বস্তুর একটি তালিকা তৈরি করি

দানীয় বস্তুর তালিকা
১.
২.
৩.
.
.
.
.

সংঘ ও সংঘদান

বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দান পারমী পূর্ণ না করলে নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। দান করা একটি মহৎ গুণ এবং একটি সেবামূলক কাজ। নিঃস্বার্থভাবে অপরকে যা দেয়া হয় তা-ই দান। ধনী-গরিব সবাই দান করতে পারেন। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি দান করে মহৎ বা স্মরণীয় হয়েছেন। যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তিকে দান করা যায়। তবে ভিক্ষুসংঘকে দান করাই হচ্ছে উত্তম দান। দানের নানা উপকারিতা রয়েছে। দানের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। লোভ দূর হয়। ইহকাল ও পরকাল সুখের হয়। দুস্থ, অসহায় ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। দান স্বর্গের সোপান বা সিঁড়ি। তাই সকলের দান চর্চা করা একান্ত উচিত।

বৌদ্ধধর্মে নানা প্রকার দানানুষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান এবং কঠিন চীবর দান অন্যতম। আজকের পাঠে আমরা সংঘদান সম্পর্কে জানব।

সংঘদান সম্পর্কে জানার পূর্বে আমরা প্রথমে 'সংঘ' কী তা জানব। 'সংঘ' শব্দের অর্থ হলো দল, সমিতি, সভা ইত্যাদি। পাঁচজন বা তার অধিক ভিক্ষুকে একত্রে ভিক্ষুসংঘ বলা হয়। সাধারণত ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধার সাথে যে দান দেওয়া হয়, তাকে সংঘদান বলে। যেকোনো সময় বিহারে বা গৃহে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। তবে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে সেই পরিবারে অবশ্যই সংঘদান আয়োজন করতে হয়। এছাড়া, বিবাহ অনুষ্ঠান, নতুন বাড়ি-ঘর নির্মাণ, নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু, সন্তানের জন্ম অর্থ্যাৎ যেকোনো শুভ কাজ উপলক্ষে সংঘদান আয়োজন করা যায়। সংঘদান অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। ভিক্ষু ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য সাজানো হয় পৃথক আসন। ভিক্ষুসংঘ আসন গ্রহণের পর উপস্থিত

সকলে সাধুবাদ দিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। ভিক্ষুসংঘ এবং অতিথিগণ আসন গ্রহণের পর সংঘদানের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তিনি সংঘদান অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। উপস্থিত দায়ক-দায়িকা হতে একজন প্রথমে পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন। এরপরে সভাপতি বা তাঁর নির্দেশে একজন ভিক্ষু ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রদান করেন এবং সংঘদানের উৎসর্গগাথা আবৃত্তি করেন। উপস্থিত দায়ক-দায়িকাগণ ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করেন এবং উৎসর্গগাথা আবৃত্তি করে দানীয় বস্তুসমূহ দান করেন। উপস্থিত অন্যান্য ভিক্ষুগণ সূত্রপাঠ এবং ধর্মদেশনা করেন। পরিশেষে ভিক্ষুসংঘ উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করে সংঘদান অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দান শেষ হওয়ার পর দুপুর ১২ টার পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে উত্তম খাদ্যদ্রব্যে আপ্যায়ন করা হয়।

সংঘদানের উপকরণ

সংঘদানে অনেক কিছুই দান করা যায়। সাধারণত সংঘদানে ভিক্ষুসংঘের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা হয়। যেমন: টাকা, পয়সা, খাদ্য-দ্রব্য, চীবর, ঔষধ, পানীয়, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, তোষক, কম্বল, টিস্যু পেপার, সাবান, তোয়ালে, সুই-সূতা, গ্লাস, পানির পাত্র, চায়ের কাপ ইত্যাদি। সংঘদানে উৎসর্গ গাথাটি আবৃত্তি করে দানীয়বস্তুসমূহ দান করতে হয়। উৎসর্গ গাথাটি নিচে দেওয়া হলো:

সংঘদানের উৎসর্গ গাথা

ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দানং দেম পূজেম।
দুতিযম্পি, ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দানং দেম পূজেম।
ততিযম্পি, ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দানং দেম পূজেম।

বাংলা অনুবাদ:

আমরা এই প্রয়োজনীয় উপকরণ অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়ে পূজা করছি।
উপস্থিত সকলকে গাথাটি সমস্বরে তিনবার আবৃত্তি করতে হয়।

দলগত কাজ

বাক্য লিখন: দলে আলোচনা করে নিজেদের দেখা সংঘদান সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

একক কাজ

ভূমিকাভিনয়: সংঘদানের উৎসর্গ গাথাটি দলে আবৃত্তি করি

সংঘদানের সুফল

সকল ভালো কাজের সুফল আছে। তেমনি সংঘদানেরও সুফল আছে। ভিক্ষুসংঘ দানের উত্তম ক্ষেত্র। তাই ভিক্ষুসংঘকে দান দিলে অধিক সুফল লাভ করা যায়। বুদ্ধ সংঘদানের ফল সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সংঘদানের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, "যুগে যুগে পৃথিবী, সাগর, মেরু ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু সংঘদানের সুফল বা পুণ্যরাশি ক্ষয় হবে না।"

এছাড়া, সংঘদানের আরো অনেক সুফল আছে। যেমন, সংঘদানের ফলে দাতা জন্ম-জন্মান্তরে ধনশালী হন। যশ-খ্যাতির অধিকারী হন। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হন। বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পান। সর্বত্র প্রশংসিত ও সম্মানিত হন। রোগহীন হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করেন। তাই নিজে দান করা এবং অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করা সকলের উচিত। উৎসাহিত করলে অনেক মানুষ দান দিতে আগ্রহী হয়। নিচে এরূপ একটি দান কাহিনি দেওয়া হলো।

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা করে সংঘদানের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করি

সংঘদানের সুফলের তালিকা
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

দান কাহিনি

একবার বারাণসীতে জনগণের উদ্দেশ্যে কশ্যপ বুদ্ধ দান সম্পর্কে বলেছিলেন, 'উপাসকগণ! এ জগতে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান দেন, কিন্তু অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন না। এর ফলে তারা নিজেরা পুণ্য সম্পদ লাভ করেন, কিন্তু একটি সুন্দর পরিবার লাভ করেন না। আবার অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা নিজে দান করেন না, কিন্তু অন্যকে দান দিতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে তারা পরিবার লাভ করেন, কিন্তু পুণ্য সম্পদ লাভ করেন না। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান করেন না এবং অন্যকেও দান দিতে উৎসাহিত করেন না। তারা কোনো সম্পদই লাভ করেন না। তারা দরিদ্র জীবনযাপন করেন। অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজে দান করেন এবং অন্যকেও দান দিতে উৎসাহিত করেন। তাঁরা পুণ্য সম্পদ, সুন্দর পরিবার, যশ-খ্যাতি এবং সকলের ভালোবাসা লাভ করেন।'

এ কথা শুনে বারাণসীর এক পণ্ডিত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি এমন ভাবে দান করবেন- যাতে তার উভয় সম্পত্তি লাভ হয়। তিনি কশ্যপ সম্যক সম্বুদ্ধকে বিশ হাজার ভিক্ষুসহ নিমন্ত্রণ জানালেন। কশ্যপ বুদ্ধ তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এরপর গ্রামের সকলকে বিষয়টি জানালেন। সকলকে অনুরোধ করলেন সবাই যেন যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এ দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামের প্রত্যেকে আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করলেন । কিন্তু 'মহাদুর্গত' নামে একজন অংশগ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, তার অনেক অভাব আছে। তার পক্ষে দিন মজুরি করে ভিক্ষুদের আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তি তাকে বললেন, আপনি দিন মজুরি করে আগে দান করতে পারেননি বলে যশ-খ্যাতি ও ভালোবাসার অভাব বোধ করছেন। এ কথা কী আপনি বুঝতে পারছেন? আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা উচিত নয় কী?'

তখন 'মহাদুর্গত' বুঝতে পারলেন তার দান দেয়া উচিত। তখন তিনি একজন ভিক্ষুকে দান দেয়ার জন্য মনস্থির করলেন।

এরপর মহাদুর্গত ও তার স্ত্রী একজন ভিক্ষুকে দান দেবার জন্য দিন মজুরি করতে গেলেন। তাদের এই সিদ্ধান্তে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ খুশি হয়ে তাদের কাজ দিলেন। কাজ করে তারা মজুরি ও বিভিন্ন সামগ্রী পেলেন। তা দিয়ে তাঁরা একজন ভিক্ষুর খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এদিকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাদুর্গতের জন্য একজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করে রাখতে ভুলে যান। একথা জেনে মহাদুর্গত খুব মনোকষ্ট পেলেন। তখন সকলে তাকে বুদ্ধি দিল সম্যক সম্বুদ্ধের কাছে গিয়ে অনুরোধ করতে যেন তিনি তার দান গ্রহণ করেন। মহাদুর্গত সকলের পরামর্শে কশ্যপ বুদ্ধের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন। কশ্যপ বুদ্ধ মহাদুর্গতের পরিশ্রম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখে তার দান গ্রহণ করলেন। তখন সেখানে উপস্থিত অনেক ধনী ব্যক্তি তাকে অনেক ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে বললেন, 'মহাদুর্গত! তুমি অন্যান্য ভিক্ষুদেরও দান দাও। আমরা তোমাকে অনেক ধন-সম্পদ দেব।' কিন্তু মহাদুর্গত তাঁদের ধন-সম্পদের প্রতি কোনো লোভ করলেন না। তিনি নিজের পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ দ্বারা দান দিতে মনস্থির করলেন। তা দেখে গ্রামবাসীরা তাকে সম্মান দেখালেন। শ্রদ্ধার আসনে বসালেন। আজ আমরা এ কাহিনির মাধ্যমে বুঝতে পারি, অন্যকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে ভালো কাজ করানো যায়।

একক কাজ

বাক্য লিখন: নিজের দেখা সংঘদান সম্পর্কে নিচে ৫টি বাক্য লিখি

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। দান পারমী পূর্ণ করলে কি লাভ হয়?
ক) নির্বাণ খ) স্বর্গ গ) অর্থ ঘ) সুখ

২। 'সংঘ' শব্দের অর্থ কী?
ক) দল খ) ভিক্ষু গ) ভিক্ষুণী ঘ) শ্রমণ

৩। দানের দ্বারা চিত্ত কী হয়?
ক) কুশল খ) পরিশুদ্ধ গ) প্রশমিত ঘ) শান্ত

৪। দানের উত্তম ক্ষেত্র কোনটি?
ক) দায়কসংঘ খ) গৃহীসংঘ গ) ভিক্ষুসংঘ ঘ) শ্রামণসংঘ

৫। কোন দানের সুফল বা পুণ্যরাশি ক্ষয় হয় না?
ক) বিহার দান খ) সংঘদান গ) বুদ্ধমূর্তিদান ঘ) পিণ্ডদান

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। দান করা একটি মহৎ---------- ।

২। ভিক্ষুসংঘকে দান করাই হচ্ছে -------- দান।

৩। পাঁচ বা তার বেশি ভিক্ষুকে একত্রে ------- বলা হয়।

৪। সংঘদানে ভিক্ষুসংঘের নিত্য --------- বস্তু দান করা হয় ।

৫। তিনি সম্যক সম্বুদ্ধকে বিশ হাজার ------------- নিমন্ত্রণ জানালেন।

গ) মিলকরণ করি :

১। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্ব	ক) সুফল আছে।
২। সকল ভালো কাজের	খ) মহৎ বা স্মরণীয় হয়েছেন।
৩। অনেক দরিদ্র ব্যক্তি দান করে	গ) জন্মজন্মান্তরে ধনশালী হয়
৪। দান স্বর্গের	ঘ) সোপান বা সিঁড়ি
৫। সংঘদানের ফলে দাতা	ঙ) অপরিসীম

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। দান স্বর্গের সোপান। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। সকল ভাল কাজের সুফল পওয়া যায়না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। ভিক্ষু সংঘ দানের উত্তম ক্ষেত্র। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সংঘদানের পূন্যরাশি একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। পাঁচজন বা তার অধিক ভিক্ষকে একত্রে ভিক্ষুসংঘ বলে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কী কী উপলক্ষে সংঘদান করা হয়?

২। সংঘদানের দানীয় উপকরণগুলোর নাম লেখো।

৩। সংঘদানের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধ কী বলেছেন?

৪। সংঘদানের উৎসর্গগাথা শুদ্ধ করে লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। তোমার দেখা একটি সংঘদান অনুষ্ঠান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

২। দানের উপকারিতাগুলো লেখো।

৩। দানের দ্বারা কী কী সুফল লাভ করা যায়?

৪। কশ্যপ বুদ্ধ দান সম্পর্কে কী বলেছেন তা বর্ণনা করো।

৫। পরিবারে সংঘদান অনুষ্ঠানে তুমি কীভাবে সহযোগিতা করবে?

আদর্শ জীবন চরিত

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- সীবলী থের'র পরিচয় ও গুণাবলি
- মিত্রা থেরী'র পরিচয় ও উপদেশ
- সুজাতার পরিচয়

বৌদ্ধধর্মে অনেক মহান ও আদর্শবান ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজ নিজ কর্মগুণে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। ত্রিপিটকে বহু প্রসিদ্ধ থের-থেরী, শ্রেষ্ঠী এবং ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকার কথা আছে। তাঁরা সৎ জীবন-যাপন করতেন। মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দান করতেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, পরোপকার, মানবকল্যাণ, সৎ জীবনযাপন, নীতিশিক্ষা প্রভৃতিতে অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে মহৎ জীবন গঠন করা যায়। তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও সীবলী থের সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনেছ। এ অধ্যায়ে তোমরা সীবলী থের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে। এছাড়াও, মিত্রা থেরী এবং সুজাতার জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবে।

সীবলী থের

মহালি কুমার ছিলেন বৈশালী রাজ্যের লিচ্ছবি বংশের রাজপুত্র। তিনি কোলীয় রাজ্যের পরমা সুন্দরী রাজকন্যা সুপ্রবাসাকে বিবাহ করেন। মহালি কুমার ও সুপ্রবাসা খুবই ধার্মিক ছিলেন। সৎ ও ন্যায়ের পথে থেকে তাঁরা সংসার জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। যথাসময়ে রানি সুপ্রবাসা গর্ভবতী হন। গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহালি কুমারের পরিবার এবং বৈশালী রাজ্য প্রচুর ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তখন রাজা ও রানি বুঝতে পারলেন তাঁদের সংসারে এক পুণ্যবান সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু অতীত

চিত্র-১২ : সীবলী থের

কর্মফলের কারণে সুপ্রবাসা অনেক গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেন। গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি লাভ এবং নিরাপদে সন্তান প্রসবের জন্য তিনি সাতদিন ভিক্ষুসংঘকে মহাদান দেন। এ দানের প্রভাবে তিনি নিরাপদে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাঁরা পুত্রের নাম রাখেন সীবলী কুমার। জন্মের পর থেকে পিতা-মাতার পরম আদর-যত্নে সীবলী কুমার বড়ো হতে লাগলেন। কিন্তু সংসারের কাজ কর্মে তিনি ছিলেন উদাসীন। সব সময় চিন্তামগ্ন থাকতেন। অতঃপর, পরিণত বয়সে সীবলী বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র থের'র নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতীত জন্মে তিনি অনেক কুশলকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। সেই কর্মফলের কারণে প্রব্রজ্যা গ্রহণের দিনেই তিনি অর্হত্বফল লাভ করেন। তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর থেকে ভিক্ষুসংঘেরও লাভ সৎকার বেড়ে যায়। অতীত পুণ্যকর্মের ফল স্বরূপ তিনি যা চাইতেন তা লাভ করতেন। এই কারণে ভিক্ষুসংঘে তিনি 'লাভীশ্রেষ্ঠ' নামে পরিচিত ছিলেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত থেরগাথা গ্রন্থে সীবলী থের'র জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তোমরা সেই জীবনী পাঠ করে সীবলী থের'র নানা গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধের পাশাপাশি সীবলী থেরকেও ফুল, ফল, পানীয়, আহার ও দানীয়বস্তু দ্বারা পূজা করে থাকেন। পূজার সময় শ্রদ্ধা সহকারে 'সীবলী পরিত্রাণ সূত্র' পাঠ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক বৌদ্ধ বিহার ও পরিবারে আনুষ্ঠানিকভাবে সীবলী পূজার আয়োজন করা হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, সীবলী থেরকে পূজা করলে এবং 'সীবলী পরিত্রাণ সূত্র' পাঠ করলে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দূর হয়। ধন-সম্পদ লাভ হয়। সংসার জীবন সুখের হয়।

সীবলী থের'র গুণাবলি

সীবলী থের অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সর্বদা উত্তমরূপে শীল পালন করতেন। দান কর্ম করতেন। অন্যকে শীল পালন ও দান প্রদানে উপদেশ দিতেন। সকল প্রকার অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকতেন। ধ্যান সাধনা ও সংযত জীবন যাপন করতেন।

সীবলী থের'র উপদেশ

যিনি শীল পালন করেন তিনি ইহলোকে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত হন। শীলবান ও সুচিত্তের অধিকারী ব্যক্তি ইহলোকে সুকীর্তি ও পরকালে নির্বাণ লাভ করেন। সীবলী থের'র গুণাবলি ও উপদেশ অনুসরণ করা আমাদের প্রত্যেকের উচিত।

দলগত কাজ

অনুচ্ছেদ লিখন: দলে আলোচনাপূর্বক নিজেদের দেখা সীবলী পূজা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখি

মিত্রা থেরী

গৌতম বুদ্ধের সময়ে মিত্রা থেরী কপিলাবস্তু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শীলবান ও বিনয়ী ছিলেন। মানব সেবা ও কল্যাণে তিনি সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। সংসারের প্রতি তিনি ছিলেন সদা উদাসীন। তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন। ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কর্মগুণে তিনি ভিক্ষুণীসংঘে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করেন।

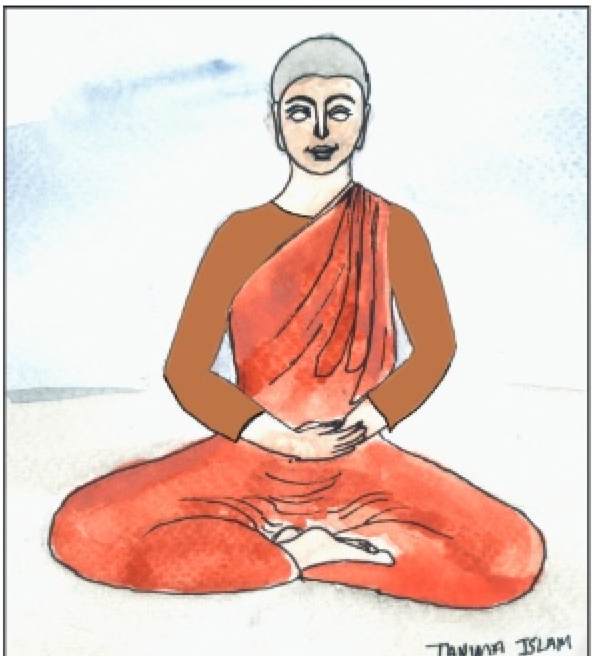

চিত্র-১৩ : মিত্রা থেরী

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপন্ন হয়। জগত সংসারের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে তিনি বলেন, 'স্বর্গ আমার কাম্য নয়। রাগ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ পরিহার করে একাহারী হয়ে ভিক্ষুণী জীবনব্রত পালন করছি। সর্বপ্রাণীর কল্যাণ সাধনই আমার ব্রত।'

মিত্রা থেরীর উপদেশ

সকলের রাগ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ পরিহার করে সর্ব প্রাণীর কল্যাণ সাধন করা উচিত।

একক কাজ

বাক্য লিখন: মিত্রা থেরী'র উপদেশ অনুসরণ করলে যে উপকার লাভ করা যাবে সে সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সুজাতা

সুজাতা ছিলেন একজন মহান ধার্মিক উপাসিকা। নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবেলার সেনানী নামক এক গ্রাম ছিল। সুজাতা সেই গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী কন্যা ছিলেন। সে সময় সেনানী গ্রামের নিকটে প্রাচীন এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। তখন সেনানী গ্রামে বৃক্ষদেবতাকে পূজা দেয়ার প্রথা প্রচলন ছিল। একদিন শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'যদি আমি উপযুক্ত স্বামী লাভ করি এবং প্রথম পুত্রসন্তানের মা হই, তবে প্রতিবছর আমি বৃক্ষদেবতাকে পূজা-অর্ঘ্য দান করব।' যথাকালে তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়েছিল। পরিণত বয়সে নন্দিক বণিকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং বিয়ের পর তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। সন্তান লাভের পর তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বৃক্ষদেবতাকে পূজা করবেন বলে মনস্থির করেন। পূজার উদ্দেশ্যে তিনি পরম যত্নে পায়েস তৈরি করছিলেন। সে সময় তিনি পূর্ণা নামক দাসীকে বলেন, 'মা পূর্ণা! তুমি পূজার বেদিটা পরিষ্কার করে এসো।'

চিত্র-১৪ : সুজাতার পায়সান্ন দান

দাসী পূর্ণা দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখল, এক দেবতা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বসে আছেন। সে চিন্তা করল, 'আজ বৃক্ষদেবতা নিজ হাতে পূজা গ্রহণ করার জন্য গাছের নিচে বসে আছেন।' মূলত সে সময় আশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থ গৌতম ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। উৎফুল্ল চিত্তে দাসী পূর্ণা এসে শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতাকে শুভ সংবাদটি জানালেন। সংবাদ শুনে শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা সোনার পাত্রে পায়েস এবং পূজার বিবিধ উপকরণ নিয়ে অশ্বত্থ গাছের নিচে এলেন। সুজাতা গাছের নিচে বেদিতে বসা সিদ্ধার্থকে দেখে বৃক্ষদেবতা মনে করলেন। তখন শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক নিজ হাতে পূজাসহ সিদ্ধার্থকে সোনার পাত্রে পায়েস ও পানীয় দান করেন। এর পর সশ্রদ্ধ বন্দনা করে বিনম্র বাক্যে বললেন, 'দেব! পাত্রসহ এই পায়েস ও সুগন্ধি পানীয় আপনাকে দান করছি। এই দান গ্রহণ করে আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন।' সিদ্ধার্থ গৌতম সুজাতার দান গ্রহণ করলেন এবং সুজাতা প্রদত্ত পায়েস খেয়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন। অবশেষে সিদ্ধার্থ গৌতম সেই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

জীবনচরিত পাঠে সুফল

মহান ব্যক্তিদের জীবনচরিত পাঠে তাঁদের জীবন ও কর্মের নানা দিক সম্পর্কে জানা যায়। দয়া, উদারতা, ত্যাগ, সংযম, সৎচরিত্র মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনের অনন্য গুণ। তাঁরা সর্বদা মৈত্রীপরায়ন ও মহানুভব সম্পন্ন হন। তাঁরা অন্যের উপকার, কল্যাণ এবং সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরা সকল

প্রাণীর সুখের জন্য কুশল কর্ম করেন। পালি সাহিত্যে সীবলী থের, মিত্রা থেরী এবং সুজাতার মতো আরো অনেক মহৎ ব্যক্তির আদর্শ জীবনচরিত পাওয়া যায়। তাঁরা সকল মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। কর্মগুণে তাঁরা হয়েছেন স্মরণীয় ও সম্মানিত। অসংখ্য ভালো ও কল্যাণকর কর্মের কারণে আজও তাঁরা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। তাঁরা সর্বদা পরহিত ও পরকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। এসব বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনচরিত পাঠ করলে অনেক সুফল পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনচরিত পাঠ করে আদর্শবান হওয়া যায়। সৎ ও ন্যায় পরায়ণ হওয়া যায়। সহনশীল, উদার ও পরোপকারের মনোভাব সৃষ্টি হয়। নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। তাই আমাদের আদর্শ জীবনচরিত পাঠ করা এবং মহৎ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আদর্শ অনুশীলন করা উচিত।

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: মহৎ ব্যক্তিদের জীবনচরিত পাঠ করে যেসব গুণাবলি অর্জন করা যায় দলে আলোচনাপূর্বক তার একটি তালিকা তৈরি করি

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। সীবলী থের'র মাতার নাম–

ক) সুনন্দা খ) সুপ্রবাসা গ) ক্ষেমা ঘ) উৎপল বর্ণা

২। ভিক্ষুসংঘে সীবলী থের কী নামে পরিচিত?

ক) লাভীশ্রেষ্ঠ খ) গুণশ্রেষ্ঠ গ) শীলবান ঘ) প্রজ্ঞাবান

৩। মিত্রা থেরীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) লুম্বিনী খ) বৈশালী গ) কপিলাবস্তু ঘ) সারনাথ

৪। সুজাতা ছিলেন একজন–

ক) ভিক্ষুণী খ) সন্ন্যাসী গ) গৃহ পরিচারিকা ঘ) ধার্মিক উপাসিকা

৫। বোধিজ্ঞান লাভ করে সিদ্ধার্থ গৌতম কী নামে খ্যাত হন?

ক) বোধিসত্ত্ব খ) বুদ্ধ গ) লাভীশ্রেষ্ঠ ঘ) সন্ন্যাসী

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। মহালী কুমার ও সুপ্রবাসা খুবই ---------- ছিলেন।

২। সীবলী বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক -----------নিকট প্রব্যজ্যা গ্রহণ করেন।

৩। মিত্রা থেরী --------সঙ্গে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

৪। সুজাতার দাসীর নাম ---------- ।

৫। মহৎ ব্যক্তিদের শিক্ষা ও আদর্শ ---------- করা উচিত।

গ) মিলকরণ করি :

১। সীবলী থের অত্যন্ত	ক) একাহারী হয়ে ভিক্ষুণী জীবনব্রত পালন করছি।
২। রাগ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ পরিহার করে	খ) বৃক্ষদেবতা মনে করলেন।
৩। তখন সেনানী গ্রামে বৃক্ষদেবতাকে	গ) তাঁদের জীবন ও কর্মের নানা দিক সম্পর্কে জানা যায়।
৪। সুজাতা গাছের নিচে বেদিতে বসা সিদ্ধার্থকে দেখে	ঘ) ধর্ম পরায়ণ ছিলেন।
৫। মহান ব্যক্তিদের জীবন চরিত পাঠে	ঙ) পূজা দেয়ার প্রথা প্রচলন ছিল।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। সীবলী থের ধ্যান সাধনা ও সংযত জীবন যাপন করতেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। মিত্রা থেরী মৌর্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। সুজাতা জন্মগ্রহণ করেন সেনানী নামক গ্রামে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। সুজাতা এক কন্যা সন্তান লাভ করেছিলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। জীবন চরিত পাঠ করে আদর্শবান হওয়া যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। আদর্শ জীবন চরিত কেন পাঠ করা উচিত?

২। সীবলী থেরকে লাভীশ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন?

৩। মিত্রা থেরীর উপদেশ লেখো।

৪। সুজাতা বৃক্ষদেবতাকে কেন পূজা-অর্ঘ্য দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। মহৎ ব্যক্তিদের জীবন চরিত পাঠ করে কী কী গুণাবলি অর্জন করা যায়?

২। সীবলী থের'র পূজা করলে কী কী উপকার হয়?

৩। মিত্রা থেরীর উপদেশ অনুসরণ করলে কী উপকার লাভ করা যাবে?

৪। আদর্শ জীবন চরিত পাঠ করে তুমি কী কী গুণাবলি অর্জন করেছ?

৫। মহৎ ব্যক্তিদের গুণাবলি তুমি কীভাবে অনুসরণ করবে?

পূজা ও উৎসব

এ অধ্যায়ে যা আছে -

- বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব
- বাংলা অর্থসহ পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা
- বৌদ্ধদের বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসব
- পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব
- অন্যান্য ধর্মের পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান
- অন্যান্য ধর্মের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি।

খুবই মজা করেছিলে এমন কোনো পূজা বা উৎসবের কথা তোমাদের মনে পড়ে কি ? তোমাদের দেখা কয়েকটি পূজা ও উৎসবের নাম বলো।

বৌদ্ধদের প্রধান পূজা ও উৎসব

প্রত্যেক ধর্মের নানা রকম ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান আছে। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে এ সকল উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বৌদ্ধরাও নানা রকম পূজা, উৎসব এবং অনুষ্ঠান পালন করেন। বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন রকম পূজা করেন। এসব পূজার মধ্যে- পুষ্প পূজা, প্রদীপ পূজা, পানীয় পূজা, আহার পূজা, ধূপ পূজা অন্যতম। বৌদ্ধদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলোঃ বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা বা প্রবারণা এবং কঠিন চীবর দানোৎসব।

চিত্র-১৫ : কঠিন চীবর দানোৎসব

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা করে নিজেদের অংশগ্রহণ করা কয়েকটি পূজা ও উৎসবের নামের তালিকা তৈরি করি

পূজা ও উৎসবের নামের তালিকা		
	পূজা	উৎসব
১.		১.
২.		২.
৩.		৩.
৪.		৪.
৫.		৫.

পুষ্প পূজা

'পূজা' একটি পুণ্যকর্ম। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে নানা উপকরণ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে 'পূজা' বলে। পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। পাপ চিন্তা দূর হয়। মন পবিত্র হয়। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ভালো কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই আমাদের সকলের সকাল-বিকাল বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে বা নিজ নিজ বাড়িতে বুদ্ধ আসনের সামনে বসে বিভিন্ন পূজা করা উচিত। এখন আমরা পুষ্প পূজার নিয়মাবলি সম্পর্কে জানব।

চিত্র-১৬ : পুষ্প পূজা

পুষ্পপূজা করার নিয়ম

পুষ্প পূজা সাধারণত সকালে করা হয়। বিহারে এবং গৃহে উভয় স্থানে পুষ্প পূজা করা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ভালোভাবে হাত-মুখ-পা ধৌত করতে হয়। এরপর বাগান বা যেকোনো ফুলের গাছ থেকে ফুল সংগ্রহ করতে হয়। ফুলগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে একটা থালায় সুন্দর করে সাজাতে হয়। অতঃপর শ্রদ্ধাচিত্তে ফুলের থালা দু'হাতে নিয়ে পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করে বুদ্ধ আসনের সামনে অর্পণ করতে হয়। নিচে পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথাটি বাংলা অর্থসহ দেওয়া হলো:

পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা পালি

বণ্ণগন্ধ গুণোপেতং এতং কুসুম সন্ততিং
পূজেযামি মুনিন্দসস সিরিপাদ সরোরূহে,
পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন,
পুঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং।
পুপ্ফং মিলাযতি যথা ইদং মে,
কাযো তথা যাতি বিনাস ভাবং।

বাংলা অনুবাদঃ এ ফুলগুলো সুন্দর বর্ণ, গন্ধ ও গুণযুক্ত। আমি মুনীন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদমূলে এই ফুল দিয়ে পূজা করছি। এ পুণ্যের ফলে আমার মুক্তি লাভ হোক। এ পুষ্প যেমন মলিন হচ্ছে, আমার দেহও তেমনি বিনাশ হবে।

বাংলায় পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথা

বর্ণগন্ধ গুণযুক্ত কুসুম প্রদানে
পূজিতেছি ভক্তি চিত্তে বুদ্ধ ভগবানে।
এ ফুল এ ক্ষণে সুন্দর বরণ,
মনোরম গন্ধ তার সুন্দর গঠন।
কিন্তু শীঘ্র বর্ণ তার হবে যে মলিন,
সুগন্ধ ও সুগঠন অনিত্যে বিলীন।
এরূপ জড়-অজড় সকলি অনিত্য,
সকলি দুঃখের হেতু, সকলি অনাত্ম।
এ বন্দনা এ পূজা, এ জ্ঞান প্রভায়,
সর্বতৃষ্ণা, সর্বদুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

একক কাজ

ভূমিকাভিনয়ঃ পুষ্প পূজার উৎসর্গগাথা আবৃত্তি করি।

বৌদ্ধদের বিভিন্ন পূর্ণিমা উৎসব পরিচিতি

চিত্র-১৭ : প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানো

জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যু) পর্যন্ত গৌতম বুদ্ধের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রয়েছে। ঘটনাসমূহ কোনো না কোনো পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৌদ্ধদের বেশির ভাগ ধর্মীয় উৎসব পূর্ণিমা দিবসে পালিত হয়। বৌদ্ধরা যেসব পূর্ণিমা উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা। নিচে পাঁচটি পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত বুদ্ধের জীবনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলোঃ

বৈশাখী পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা জড়িত আছে। যথাঃ জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ। বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত এই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমাও বলা হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটি 'বেসাখ-ডে' নামে পালন করা হয়।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার সঙ্গেও বুদ্ধের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত রয়েছে। যেমন, মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্মপ্রচার। বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ বর্ষাবাস পালন শুরু করেন।

ভাদ্র পূর্ণিমায়ও বুদ্ধের জীবনের একটি সুন্দর কাহিনি জড়িত আছে। একবার কোশাম্বীর ঘোষিতারাম বিহারে বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন। সেখানে ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। বুদ্ধ বিবাদে জড়িত ভিক্ষুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য পারলেয়্য বনে চলে যান। সেখানে এক বানর বুদ্ধকে মধু দান করেন। বানরটি পরবর্তীতে এই মধু দানের পুণ্যফলে স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করে। এই ঘটনার জন্য ভাদ্র পূর্ণিমাকে মধু পূর্ণিমাও বলা হয়। এই পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধু দান করেন।

আশ্বিনী পূর্ণিমায় বুদ্ধ প্রবর্তিত পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের বর্ষাবাস অধিষ্ঠান শেষ হয়। বর্ষাবাস পালন কালে ভিক্ষুরা বিহারে অবস্থান করে ধ্যান-সমাধি ও জ্ঞানচর্চা করেন। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমাও বলা হয়। প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস উড়ানো হয়। প্রবারণা পূর্ণিমা থেকে এক মাস ব্যাপী বিভিন্ন বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব পালন করা হয়।

মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ চাপাল চৈত্যে মহাপরিনির্বাণ লাভের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় পরিনির্বাণ লাভ করব।'

বৌদ্ধ সম্প্রদায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পূর্ণিমা উৎসব পালন করেন। সেদিন তারা নতুন বা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে পূজার নানা উপকরণ নিয়ে বিহারে যান। বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করেন। শীল গ্রহণ করেন। ধ্যান-সাধনা করেন। সাধ্যমত বিভিন্ন প্রকার দান করেন এবং ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন।

একক কাজ

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

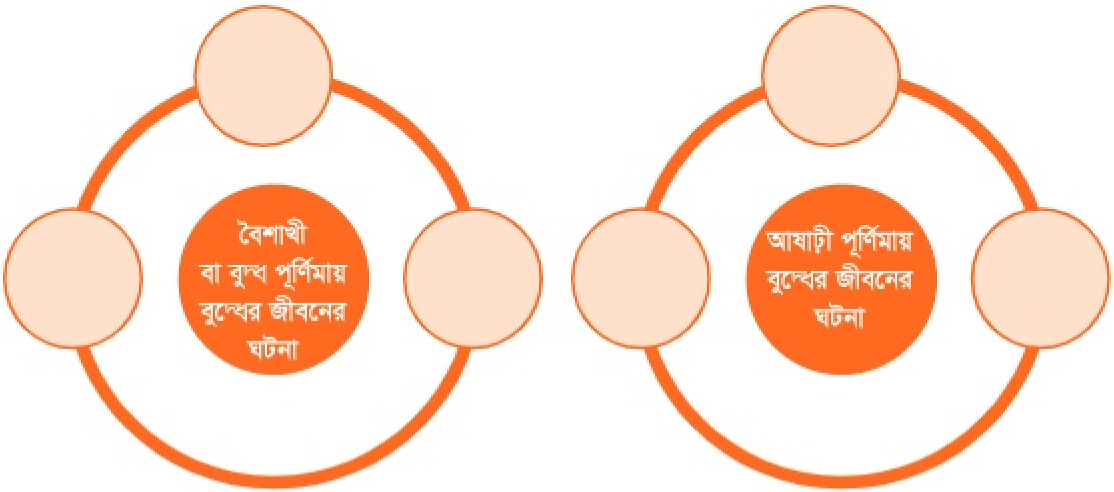

জোড়ায় কাজ

তালিকা তৈরি: জোড়ায় আলোচনা করে পূর্ণিমা উৎসবসমূহের নামের একটি তালিকা তৈরি করি

পূর্ণিমা উৎসবের নামের তালিকা
১. বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ পূর্ণিমা
২.
৩.
৪.
.
.

পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব

পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবে যোগদানের সুফল অনেক। পূজার মাধ্যমে ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত হয়। মন সুন্দর, উদার ও পবিত্র হয়। হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ দূর হয়। দান চিত্ত উৎপন্ন হয়। কুশলকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে, মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনের সাথে পূর্ণিমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই বৌদ্ধরা প্রতিটি পূর্ণিমা দিবস অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের সাথে পালন করেন। পূর্ণিমা উৎসবে যোগদান করে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ও জীবনাদর্শ জানতে পারেন। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণে অনুপ্রাণিত হন। এ কারণে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্যান্য ধর্মের পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান

চিত্র-১৮: বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পূজা-উৎসব

বৌদ্ধদের মতো অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও বিভিন্ন ধর্মীয় পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। মুসলিমদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শব-ই-বরাত এবং শব-ই-কদর। হিন্দুদের প্রধান পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালি পূজা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ও দোল পূর্ণিমা। খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান হলো: বড়োদিন, ইস্টার সানডে, স্বর্গারোহন পর্ব, রবিবাসরীয় উপাসনা অনুষ্ঠান, পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্ব ও খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠানের তালিকা তৈরি করি

তালিকা		
ইসলাম ধর্ম	হিন্দুধর্ম	খ্রীষ্টধর্ম

অন্যান্য ধর্মের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করে। একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে। একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করলে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সকল ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি ও মিত্রতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজ ধর্ম, ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠানকে ভালোবাসে। তাই নিজ ধর্মের ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি অন্য ধর্মের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা একান্ত উচিত। আমাদের দেশে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে বিধায় আমাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক সম্প্রীতি আছে। এজন্য আমরা একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসি। একে অপরকে সাহায্য করি। এক ধর্মের মানুষের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের সামাজিক সম্প্রীতির করনেই আমরা এদেশে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করছি।

দলগত কাজ

বাক্য লিখন: দলে আলোচনা করে সকল ধর্মের মানুষের মিলেমিশে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। ভাদ্র পূর্ণিমার অপর নাম কী?–

ক) মধু পূর্ণিমা খ) বুদ্ধ পূর্ণিমা গ) প্রবারণা পূর্ণিমা ঘ) দোল পূর্ণিমা

২। ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পূর্ণিমা কোনটি?

ক) আষাঢ়ী পূর্ণিমা খ) মাঘী পূর্ণিমা গ) বৈশাখী পূর্ণিমা ঘ) ফাল্গুণী পূর্ণিমা

৩। বুদ্ধ কাদের নিকট প্রথম ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

ক) বৈশালীবাসী খ) কপিলাবস্তুবাসী গ) রাজগৃহবাসী ঘ) পঞ্চবর্গীয় শিষ্য

৪। ফানুস উড়ানো হয়–

ক) প্রবারণা পূর্ণিমায় খ) বৈশাখী পূর্ণিমায় গ) কার্তিকী পূর্ণিমায় ঘ) ফাল্গুণী পূর্ণিমায়

৫। পূজা ও উৎসব পালনের দ্বারা মন হয়–

ক) সুন্দর ও উদার খ) অকুশল গ) চঞ্চল ঘ) নির্লোভ

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। প্রত্যেক ধর্মের নানারকম ধর্মীয় ---------- ও ---------- আছে।

২। পূজা একটি ---------।

৩। পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবে যোগদানের --------- অনেক।

৪। একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করলে অন্য ধর্মের প্রতি -------- জাগ্রত হয়।

৫। আশ্বিনী পূর্ণিমাকে ----------পূর্ণিমাও বলা হয়।

গ) মিলকরণ করি :

১। পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি	ক) সম্প্রীতি ও মিত্রতা সৃষ্টি হয়।
২। বৈশাখী পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের	খ) পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্ম প্রচার করেন।
৩। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সকল ধর্মের মানুষের সাথে	গ) পূর্ণিমা উৎসব পালন করেন।
৪। বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সারনাথে	ঘ) তিনটি প্রধান ঘটনা জড়িত আছে।
৫। বৌদ্ধরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে	ঙ) মন প্রসন্ন হয়।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। বিহারে এবং গৃহে উভয়স্থানে পুষ্পপূজা করা যায়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। বুদ্ধ মাঘী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। আশ্বিণী পূর্ণিমায় ভিক্ষুসংঘের বর্ষবাস শুরু হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। পূজা ও পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে যোগদানের কোনো সুফল নাই। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। বাংলাদেশের সকল ধর্মের সম্প্রদায় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব গুলোর নাম লেখো।

২। পুষ্প পূজার উৎসর্গ গাথাটি লেখো।

৩। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের নাম লেখো।

৪। ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি কীভাবে গড়ে উঠে?

৫। তুমি যোগদান করেছ এমন পূজা ও উৎসবগুলোর নাম লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। পূজা ও পূর্ণিমা উৎসবের গুরুত্ব লেখো।

২। পুষ্প পূজার নিয়মাবলি লেখো।

৩। তুমি কীভাবে পুষ্পপূজা করো?

৪। সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

৫। তোমার দেখা একটি পূর্ণিমা উৎসবের বর্ণনা দাও।

অষ্টম অধ্যায়

তীর্থস্থান

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- তীর্থস্থান কী ?
- গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান: কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালীর বর্ণনা
- তীর্থস্থান দর্শনের সুফল
- অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্র স্থানের নাম।

বেলি চাকমা, অনিন্দ্য বড়ুয়া, মিনুচিং মারমা, মারি খীসা এবং পূর্ণ তংচঙ্গ্যা একই স্কুলে পড়ে। একদিন বেলি চাকমা স্কুলে অনেকগুলো ছবি নিয়ে আসে। ছবিগুলো তার ঠাকুরমার তীর্থস্থান দর্শনের ছবি। সবাই গোল হয়ে বসে ছবিগুলো দেখছে। অনিন্দ্য বড়ুয়া একটি ছবি একেবারে মগ্ন হয়ে দেখছে। মিনুচিং ও মারি বিষয়টি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, অনিন্দ্য! তুমি মনোযোগ দিয়ে কি দেখছ ? সে বলল, 'তোমাদের মনে আছে আমরা বইতে বুদ্ধগয়ার কথা পড়েছি। যেখানে বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। দেখো বেলির ঠাকুরমা সেই বুদ্ধগয়া গিয়েছেন।' সবাই আগ্রহ সহকারে ছবিগুলো দেখতে লাগলো। পূর্ণ বলল, 'বুদ্ধ যেসব স্থানে বসবাস এবং ধর্মদেশনা করেছেন ঠাকুরমা সেসব স্থান পরিদর্শন করেছেন।' তারা বেলির ঠাকুরমার তীর্থস্থান দর্শনের ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। এমন সময় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এলেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক বললেন, 'তোমরা কী দেখছ ? সবাই একত্রে বলে উঠল তীর্থস্থানের ছবি দেখছি।' তখন শিক্ষক বললেন, আজ আমরা তীর্থস্থান সম্পর্কে জানব। চলো তার আগে আমরা যেসব তীর্থস্থানের নাম জানি তাঁর একটি তালিকা তৈরি করি:

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: দলে আলোচনা করে বৌদ্ধ তীর্থস্থানের তালিকা তৈরি করি

তীর্থস্থান

আমরা অনেক তীর্থস্থানের নাম জানি। এখন আমরা জানব তীর্থস্থান কাকে বলে। সাধারণত ধর্ম প্রবর্তকের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকে তীর্থস্থান বলে। প্রত্যেক ধর্মের তীর্থস্থান রয়েছে। সকল ধর্মের মানুষের কাছে তীর্থস্থান অত্যন্ত প্রিয়। সকল মানুষ তীর্থস্থান দর্শন পুণ্যের কাজ মনে করেন। বৌদ্ধরাও শ্রদ্ধাচিত্তে তীর্থস্থান দর্শন করেন। বুদ্ধ, বুদ্ধশিষ্য এবং বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিভিন্ন স্থানে সংঘঠিত হয়েছে। স্মৃতিবহ সেসব স্থান স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে স্থানসমূহে বিহার, চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ, স্মারক চিহ্ন প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। বুদ্ধ, বুদ্ধশিষ্য ও রাজন্যবর্গের স্মৃতি বিজড়িত সেসব স্থানকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান বলা হয়। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ তীর্থস্থান রয়েছে। তবে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান ভারতে অবস্থিত। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধরা পুণ্য অর্জনের জন্য তীর্থস্থান দর্শনে ভারতে গমন করেন।

একক কাজ

ছবি আঁকি: নিচের ঘরে পাঠ্যবই থেকে যেকোনো একটি তীর্থ অথবা মহাতীর্থ স্থানের ছবি আঁকি

গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান

বৌদ্ধদের অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনগর, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী। বুদ্ধ লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের জীবনের এই চারটি প্রধান ঘটনা চারটি স্থানে সংঘটিত হয়। এই স্থানসমূহ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে চারি মহাতীর্থস্থান নামে পরিচিত। কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধ, বুদ্ধশিষ্য ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাজা ও শ্রেষ্ঠিগণের অনেক স্মৃতি রয়েছে। স্থানসমূহে বহু দর্শনীয় নিদর্শন রয়েছে। বৌদ্ধরা স্থানসমূহ শ্রদ্ধাসহকারে পরিদর্শন করেন। স্থানসমূহে পূজা ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। এখন আমরা কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী সম্পর্কে জানব।

একক কাজ

প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা: নিচের স্থানসমূহ সঠিক স্থানে লিখি

স্থানসমূহ

লুম্বিনী, কপিলাবস্তু, সারনাথ, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশিনগর

তীর্থস্থান	মহাতীর্থস্থান
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

কপিলাবস্তু

চিত্র-১৯: প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরের ধ্বংসস্তূপ

কপিলাবস্তু বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এটি একটি ঐতিহাসিক স্থানও। এ স্থানের অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু অবস্থিত। বুদ্ধের সময়ে কপিলাবস্তু একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। শাক্যগণ এই রাজ্যে বসবাস করতেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা রাজা শুদ্ধোদন এই রাজ্যে রাজত্ব করতেন। এ রাজ্যের অনতিদূরে লুম্বিনী নামক এক মনোরম উদ্যান ছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতম এ রাজ্যে ২৯ বছর অতিবাহিত করেন। এ রাজ্যে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি রয়েছে।

বর্তমানে ভারতের গোরক্ষপুর রেলস্টেশন থেকে ১১০ কিলোমিটার এবং সীমান্তবর্তী স্টেশন নওগড় থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে কপিলাবস্তু অবস্থিত। কপিলাবস্তুর দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রাচীন শাক্য রাজধানী তিলৌরাকোটের ধ্বংসস্তূপ, সইমার মন্দির বা রানি মায়াদেবীর মন্দির, সগরহবা বা শাক্যদের বধ্যভূমি বা শ্মশান এবং অশোকস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমানে এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার আছে, যা 'মঙ্গল বিহার' নামে পরিচিত।

রাজগৃহ

চিত্র-২০: প্রাচীন রাজগৃহ নগরের ধ্বংসস্তূপ

রাজগৃহ বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। বুদ্ধগয়া থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে রাজগৃহ অবস্থিত। যা বর্তমানে রাজগীর নামে পরিচিত। বৈভার, বৈপুল্য, রত্নগিরি, উদয়গিরি, শোনগিরি- এ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা রাজগৃহ ঘেরা। রাজগৃহ মগধরাজ বিম্বিসারের রাজধানী ছিল। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহে **'বেনুবন বিহার'** নির্মাণ করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। বুদ্ধ দীর্ঘদিন রাজগৃহে অবস্থান করে অসংখ্য ধর্মোপদেশ প্রদান করেছেন। এখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজ পরিবারের চিকিৎসক জীবক বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করতেন। তিনি রাজগৃহের আম্রবনে ভিক্ষুসংঘের জন্য এক বিহার নির্মাণ করেন, যা 'জীবকাম্রবন'(জীবকের আম বাগান) নামে পরিচিত। রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এখানে একটি অপূর্ব বিশ্বশান্তি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

চিত্র-২১: বিশ্বশান্তি স্তূপ

শ্রাবস্তী

চিত্র-২২: প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরের ধ্বংসস্তূপ

শ্রাবস্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। এ স্থানে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে। শ্রাবস্তী ছিল কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এ স্থানে বর্তমানে প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার বলরামপুর রেলস্টেশনের নিকটে স্থানটি অবস্থিত। এখানে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত প্রসিদ্ধ জেতবন বিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারে বুদ্ধ ১৯টি বর্ষাবাস পালন করেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল এ বিহারে বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এ বিহারে বুদ্ধের নিকট ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি ভিক্ষুণীসংঘের জন্য রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করেন। মহাউপাসিকা বিশাখা শ্রাবস্তীতে পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। রাজা প্রসেনজিতের স্ত্রী রানি মল্লিকাদেবী ভিক্ষুণীদের জন্য এখানে মল্লিকারাম বিহার নামে এক সুন্দর বিহার নির্মাণ করেন। সম্রাট অশোক শ্রাবস্তীতে ধর্মযাত্রায় এসে সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, মহাকশ্যপ ও আনন্দ থেরর স্মৃতিস্তূপ নির্মাণ করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বৌদ্ধরা পুণ্য অর্জনের জন্য শ্রাবস্তী দর্শনে আসেন এবং বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বৈশালী

চিত্র-২৩: বৈশালী নগর

বৈশালী একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। বর্তমানে স্থানটি 'বেসার' নামে পরিচিত। ভারতের বিহার রাজ্যের মোজাপ্ফরপুর জেলায় স্থানটি অবস্থিত। বুদ্ধের সময়ে বৈশালী একটি সমৃদ্ধ নগরী এবং বৃজি ও লিচ্ছবী জাতির রাজধানী ছিল। এ স্থানে বুদ্ধের জীবনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এখানে ঋষি আড়ার কালামের আশ্রম ছিল। সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধ প্রথমে এই ঋষির আশ্রমে সাধনা করেছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে বৈশালীতে একবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দিয়েছিল। এ সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য বৈশালীবাসী বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ শিষ্যসহ বৈশালীতে আসেন। বুদ্ধের উপদেশে আনন্দ থের রতন সূত্র আবৃত্তি করেন এবং বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র হতে বৈশালী নগরের চারিদিকে পানি সিঞ্চন করেন। ফলে বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ ও মহামারি থেকে রক্ষা পায়। বৈশালীবাসী কূটাগারশালা বিহার নির্মাণপূর্বক বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং শিষ্য আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ বৈশালীতে প্রথম ভিক্ষুণীসংঘ গঠনের অনুমতি দেন। নর্তকী আম্রপালি বুদ্ধকে বৈশালীর আম্রকাননে নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে তিনি ভিক্ষুণীসংঘে যোগদান করেন। বুদ্ধ শেষ বর্ষাবাস বৈশালীতে যাপন করেন। তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে মাঘী পূর্ণিমার দিনে মহাপরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করেন।

মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধের পুতাস্থি নিয়ে বৈশালীবাসী এখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। বৈশালীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন, যা ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমানে এখানে বৈশালী জাদুঘর ও বিশ্বশান্তি প্যাগোডা রয়েছে।

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী ও বৈশালীতে যেসব দর্শনীয় স্থান ও বস্তু আছে তার তালিকা তৈরি করি

কপিলাবস্তু	শ্রাবস্তী	রাজগৃহ	বৈশালী
১.	১.	১.	১.
২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.

তীর্থস্থান দর্শনের সুফল

বৌদ্ধদের অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। বৌদ্ধরা পুণ্য অর্জনের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থস্থান দর্শন করেন। তীর্থস্থান দর্শনের সুফল অনেক। নিচে তীর্থস্থান দর্শনের সুফল তুলে ধরা হলো:

১) তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দর্শন করলে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

২) মন উদার ও পবিত্র হয়।

৩) পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়।

৪) সৎ জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়।

৫) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে যোগদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৬) দেশ ও ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

দলগত কাজ

অনুচ্ছেদ লিখন: দলে আলোচনা করে নিজেদের দেখা একটি তীর্থস্থান বা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার দেখার অনুভূতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখি

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান

বৌদ্ধদের যেমন তীর্থস্থান আছে, তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান রয়েছে। এখন আমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান সম্পর্কে জানব। মুসলিমদের অনেক পবিত্র স্থান রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ। হিন্দুদের বহু তীর্থস্থান রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: গয়া, কাশি, বৃন্দাবন, কেদারনাথ, লাঙ্গলবন্দ, চন্দ্রনাথ। খ্রিষ্টানদেরও অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান হলো: লুর্দ, জেরুজালেম, রোম নগরী, বেথেলহেম। আমরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে যেমন আমাদের তীর্থস্থান প্রিয়, ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকটও তাঁদের তীর্থস্থান বা পবিত্রস্থান প্রিয়। তাই আমাদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান বা পবিত্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হওয়া উচিত।

দলগত কাজ

প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাঃ দলে আলোচনা করে নিচের তীর্থস্থান/পবিত্রস্থানসমূহ সঠিক স্থানে লিখি

স্থানসমূহঃ রাজগৃহ, গয়া, বুদ্ধগয়া, মদিনা শরীফ, লুম্বিনী, কাশি, লুর্দ, কপিলাবস্তু, বৃন্দাবন, সারনাথ, মক্কা শরীফ, বেথেলহেম। কেদারনাথ, জেরুজালেম, শ্রাবস্তী, লাঙ্গলবন্দ, চন্দ্রনাথ, বৈশালী, রোম নগরী, কুশিনগর।

তীর্থস্থান/পবিত্রস্থান			
বৌদ্ধ	মুসলিম	হিন্দু	খ্রীষ্টান
১.			
২.			
৩.			
.			
.			
.			
.			

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত?
ক) নেপালে খ) ভারতে গ) মিয়ানমারে ঘ) তিব্বতে

২। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহে কোন বিহার নির্মাণ করেন?
ক) বেনুবন বিহার খ) পূর্বারাম বিহার গ) আম্রবিহার ঘ) জেতবন বিহার

৩। বুদ্ধের উপদেশে আনন্দ থের কোন সূত্র আবৃত্তি করেন?
ক) মঙ্গল সূত্র খ) মৈত্রী সূত্র গ) রতন সূত্র ঘ) অঙ্গুলীমাল সূত্র

৪। ভিক্ষুণী সংঘ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) বুদ্ধগয়ায় খ) রাজগৃহে গ) বৈশালীতে ঘ) শ্রাবস্তীতে

৫। লিচ্চবী জাতির রাজধানীর নাম কী ছিল?
ক) বৈশালী খ) শ্রাবস্তী গ) রাজগৃহ ঘ) কুশিনগর

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। সকল মানুষ --------- দর্শনকে পূণ্যের কাজ মনে করেন।

২। কপিলাবস্তু ------------ একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

৩। রাজগৃহের -------------- গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৪। মহাউপাসিকা বিশাখা শ্রাবস্তীতে -------------- বিহার নির্মাণ করেন।

৫। বুদ্ধ শেষ -------------- বৈশালীতে যাপন করেন।

গ) মিলকরণ করি :

১। রাজগৃহ বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত	ক) বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসা করতেন।
২। চিকিৎসক জীবক	খ) শ্রদ্ধাশীল ও যত্নশীল হওয়া উচিত।
৩। তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দর্শন করলে	গ) অনাথপিণ্ডিক নির্মাণ করেন।
৪। জেতবন বিহার	ঘ) একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ স্থান।
৫। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান বা পবিত্র স্থানের প্রতি	ঙ) ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :

১। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। সিদ্ধার্থ গৌতম সারনাথে জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। বুদ্ধ কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। বৌদ্ধরা তীর্থস্থানসমূহ শ্রদ্ধাসহকারে পরিদর্শন করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। শ্রাবস্তী রাজা বিম্বিসারের রাজধানী ছিল। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। তীর্থস্থান বলতে কী বোঝ?

২। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ তীর্থস্থানের নাম লেখো।

৩। কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী ও বৈশালীতে যেসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে তার নামোল্লেখ করো।

৪। বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হতে কীভাবে রক্ষা পেয়েছিল?

৫। রাজগৃহকে কেন বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থস্থান বলা হয়?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১। চার মহাতীর্থ স্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ লেখো।

২। তীর্থস্থান দর্শনের সুফল বর্ণনা করো।

৩। তুমি কীভাবে তীর্থস্থান বা পবিত্র স্থান পরিচ্ছন্ন রাখবে?

৪। নিচের তীর্থস্থান বা পবিত্র স্থানসমূহ নিচের ছকে সঠিক স্থানে লেখো।

স্থানসমূহ : রাজগৃহ, গয়া, বুদ্ধগয়া, মদিনা শরীফ, লুম্বিনী, কাশি, লুর্দ, কপিলাবস্তু, বৃন্দাবন, সারনাথ, মক্কাশরীফ, বেথেলহেম, কেদারনাথ, জেরুজালেম, শ্রাবস্তী, লাঙ্গলবন্দ, চন্দ্রনাথ, বৈশালী, রোম নগরী, কুশিনগর

বৌদ্ধ	মুসলিম	হিন্দু	খ্রীস্টান

জাতকে জীব ও প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- জাতক পরিচয়
- জীব ও প্রকৃতি: গৃধ্র জাতক, মিত্রামিত্র জাতক এবং বৃক্ষধর্ম জাতক
- মানুষ, জীবজগত ও প্রকৃতি।

জাতক পড়ে বা শুনে আমরা যেসব ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি জোড়ায় আলোচনা করে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

তালিকা
১. ________________
২. ________________
৩. ________________
৪. ________________
৫. ________________

এই অধ্যায়ে আমরা জাতকের পরিচয়, তিনটি জাতকের শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ এবং জাতকে জীব ও প্রকৃতি সম্পর্কে কী বলা আছে সে সম্পর্কে জানব।

জাতক পরিচয়

বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটক তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা: সূত্রপিটক, বিনয় পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। জাতক সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দশম গ্রন্থ। তাই জাতক পবিত্র ধর্মগ্রন্থের একটি। 'জাতক' শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে যিনি জাত বা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে 'জাতক' বলতে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনিকে বোঝানো হয়েছে। জানা যায়, বুদ্ধ বোধিসত্ত্বরূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখনো রাজা, কখনো প্রজা, কখনো দেবতা, কখনো ধনী, কখনো সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, কখনো দরিদ্র, কখনো চণ্ডাল, কখনো কৃষক, কখনো ব্যবসায়ী, কখনো শ্রমিক, কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো পশু-পাখিসহ নানা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

চিত্র-২৪: বানর রূপে জন্মগ্রহণকারী বোধিসত্ত্ব

প্রতিটি জন্মে তিনি অসংখ্য কুশল কর্ম সম্পাদন করে পারমী পূর্ণ করতেন। এভাবে শেষ জন্মে তিনি মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে দশপারমী পূর্ণ করেন এবং বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। বুদ্ধ বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে শিষ্য, শিষ্যা ও অনুসারীদের তাঁর অতীত জীবনের কাহিনি ভাষণ করতেন। সেসব কাহিনির মাধ্যমে তাঁদেরকে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনের শিক্ষা দিতেন। মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করতেন। জাতক গ্রন্থে সেসব কাহিনি সংকলিত আছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ভাষায় অনুবাদকৃত জাতক গ্রন্থে ৫৪৭টি জাতক সংকলিত আছে। প্রতিটি জাতকে নানা ধরনের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। জাতক মানুষকে চরিত্রবান, নৈতিক, মানবিক, সদাচারী, উদার, পরোপকারী, সহনশীল, সংযমী, নির্লোভ ইত্যাদি হতে শিক্ষা দান করে। প্রতিটি জাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ থাকে। জাতকের উপদেশ মানুষকে জীব ও প্রকৃতির প্রতি সদয় আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। খারাপ কাজ হতে বিরত থেকে ভালো কাজ করার প্রেরণা যোগায়। তাই প্রতিটি মানুষের জাতক পাঠ করা বা শোনা উচিত। নিচে পাঁচটি জাতকের পাঁচটি উপদেশ দেওয়া হলোঃ

জাতকের নাম	উপদেশ
সেরিবাণিজ জাতক	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
বক জাতক	অতি চালাকের গলায় দড়ি
নক্ষত্র জাতক	শুভ কাজের কোনো কালাকাল নেই।
কালকর্ণী জাতক	বিপদে বন্ধুর পরিচয়
সুখবিহারী জাতক	ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ

দলগত কাজ

তালিকা তৈরিঃ দলে আলোচনা করে বুদ্ধ অতীত জন্মে যেসব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি করি

তালিকা
১. ______
২. ______
৩. ______
৪. ______
৫. ______
৬. ______

জোড়ায় কাজ

ধারণা চিত্র: সঠিক শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ করি

জীব ও প্রকৃতি

গৃধ্র জাতক, মিত্রামিত্র জাতক, বৃক্ষধর্ম জাতক-এই জাতকসমূহে জীব ও প্রকৃতি সম্পর্কে নানা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আজ আমরা গৃধ্র জাতক, মিত্রামিত্র জাতক এবং বৃক্ষধর্ম জাতক পাঠ করে জীব ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করব।

গৃধ্র জাতক

চিত্র-২৫: শিকারীর ফাঁদে আটক শকুন

অতীত কালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রকূট পর্বতে গৃধ্র (গৃধ্র শব্দের অর্থ শকুন) রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতা তাঁকে পরম আদরে লালন-পালন করে বড়ো করে তোলেন। বড়ো হয়ে গৃধ্ররূপী বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে মাংসাদি এনে বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে খেতে দিতেন। এভাবে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করতে লাগলেন। সে সময় বারাণসীর শ্মশানে এক শিকারী মাঝে মধ্যে গৃধ্র ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব গোমাংস খোঁজার জন্য ঐ শ্মশানে প্রবেশ করলে ফাঁদে তাঁর পা আটকে যায়। তখন তিনি নিজের মুক্তির কথা না ভেবে বৃদ্ধ মাতাপিতার কথা স্মরণ করতে লাগলেন এবং বিলাপ করে এরূপ বলতে লাগলেন: "হায়! আমার মাতাপিতা কী উপায়ে জীবনযাপন করবেন। আমি যে ফাঁদে আটকে গেছি তা তাঁরা জানতে পারবেন না। তাঁরা খাবারের আশায় অপেক্ষা করে থাকবেন। আমি খাবার নিয়ে ফিরে না গেলে তাঁরা পর্বত গুহায় অনাহারে মারা যাবেন।"

মাতা-পিতার ভরণ-পোষণের কথা স্মরণ করে গৃধ্রকে বিলাপ করতে দেখে শিকারীর মায়া হলো। শিকারী গৃধ্রকে ছেড়ে দিয়ে বলল: "পর্বত গুহায় ফিরে যাও। বৃদ্ধ মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করো। জ্ঞাতীবন্ধুকে সুখী করো।"

ছাড়া পেয়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র মাংসাদি নিয়ে মনের সুখে পর্বতগুহায় ফিরে গেলেন এবং মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করতে লাগলেন।

উপদেশ

মাতাপিতার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া মঙ্গলজনক।

একক কাজ

বাক্য লিখন: বড়ো হয়ে কীভাবে মাতাপিতার সেবা করব সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

একক কাজ

অনুচ্ছেদ: 'পশু-পাখি শিকার করা উচিত নয়'– এ বিষয়ে নিচে একটি অনুচ্ছেদ লিখি

মিত্রামিত্র জাতক

চিত্র-২৬: ভালো বন্ধু

চিত্র-২৭: খারাপ বন্ধু

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্ব কালে বোধিসত্ত্ব রাজার অর্থ ও ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। রাজার আরো অনেক অমাত্য বা মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত এক অমাত্যকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। কারণ সেই অমাত্য ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত। রাজাকে সকল কাজে নিরলসভাবে সাহায্য করতেন। রাজার সুনাম নষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতেন। রাজা তাঁকে অধিক ভালোবাসতেন বলে অন্যান্য অমাত্যগণ তাঁকে হিংসা করতেন এবং তাঁর নামে নানা কুৎসা রটনা করতে লাগলেন। একদিন তারা রাজাকে বললেন, "মহারাজ! অমুক অমাত্য আপনার উপকারী নয়। অমিত্র। কিন্তু রাজা অনুসন্ধান করে ঐ অমাত্যের কোনো দোষ দেখতে পেলেন না। তখন তিনি ভাবলেন, আমি এই অমাত্যের কোনো দোষ দেখছি না। কে মিত্র কে অমিত্র কীভাবে বুঝব ? তা জানার জন্য তিনি উপদেষ্টা বোধিসত্ত্বের কাছে গেলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে মিত্র-অমিত্র চেনার ষোলটি লক্ষণ বলেন। নিচে মিত্র ও অমিত্রের কয়েকটি লক্ষণ তুলে ধরা হলো:

মিত্র লক্ষণ

১) মহারাজ! আপনার লাভ বা সাফল্যে যে ব্যক্তি আনন্দ লাভ করেন তিনি মিত্র।

২) আপনার সুখে যে ব্যক্তি সুখী হন তিনি মিত্র।

৩) যে ব্যক্তি আপনার মিত্রকে বন্ধু ভাবেন তিনি মিত্র।

৪) যে ব্যক্তি আপনার শত্রুকে বর্জন করেন তিনি মিত্র।

৫) যে ব্যক্তি আপনার নিন্দা শুনলে প্রতিবাদ করেন তিনি মিত্র

অমিত্র লক্ষণ

১) মহারাজ! আপনাকে দেখলে যে ব্যক্তির মুখে হাসি থাকে না সে অমিত্র।

২) আপনার প্রশংসা শুনলে যে ব্যক্তি সুখি হয় না সে অমিত্র।

৩) আপনাকে দেখলে যে ব্যক্তি চোখ ফিরিয়ে নেয় সে অমিত্র।

৪) আপনি যা বলেন যে ব্যক্তি তার বিপরীত কথা বলে সে অমিত্র।

৫) যে ব্যক্তি আপনার লাভ ও সফলতায় ঈর্ষা করে সে অমিত্র।

[* উপরে বর্ণিত মিত্র-অমিত্র লক্ষণগুলো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]

উপদেশ

মিত্রকে গ্রহণ এবং অমিত্রকে ত্যাগ করা উচিত।

দলগত কাজ

তালিকা তৈরি: কোন ধরণের মানুষের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব করা উচিত নয় তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করি

তালিকা
১. ____________________
২. ____________________
৩. ____________________
৪. ____________________
৫. ____________________
৬. ____________________

বৃক্ষধর্ম জাতক

চিত্র-২৮: গাছপালার শাখা-প্রশাখা, গুল্ম, লতা জড়াজড়ি করে আছে

চিত্র-২৯: একা থাকার কারণে গাছটি ভেঙ্গে গেল

অতীতে বুদ্ধের সময়ে রোহিণী নদীর জল নিয়ে সংযুক্ত রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিল। রাজাগণ পরস্পরের জ্ঞাতী বা আত্মীয় ছিলেন। কলহের কথা শুনে বুদ্ধ রোহিণী নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং রাজাগণকে উদ্দেশ্যে করে বলেন:-

"মহারাজগণ! আপনারা জ্ঞাতী বিরোধ ত্যাগ করুন। জ্ঞাতীগণ পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করা উচিত। জ্ঞাতীদের মধ্যে ঐক্য থাকলে শত্রুপক্ষ ক্ষতি সাধন করতে পারে না। মানুষের কথা দূরে থাকুক, চেতনাহীন বৃক্ষদের মধ্যেও একতা থাকা আবশ্যক। একবার হিমালয় প্রদেশে এক শালবনে প্রবল ঝড় হয়েছিল। সেখানে গুল্ম, লতা, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পরস্পর জড়াজড়ি করে ছিল বলে ঝড়ে একটি বৃক্ষও মাটিতে পড়ে যায়নি। কিন্তু ঐ স্থানে একা একটি বড়ো বৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষ অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে একতাবদ্ধ ছিল না বলে ঝড়ে মাটিতে পড়ে যায়। তাই মহারাজগণ! আপনাদেরও পরস্পর মিলেমিশে থাকা উচিত।"

অতঃপর জ্ঞাতীগণের অনুরোধে বুদ্ধ বৃক্ষধর্ম জাতক ভাষণ করেন, যা নিচে দেওয়া হলোঃ

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে দেবতা বৈশ্রবণ দেবরাজ্যে রাজত্ব করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেবরাজ শত্রু অপর এক দেবতাকে রাজ্যভার অর্পন করেন। নতুন রাজা বৃক্ষ, গুল্ম, লতায় বসবাসকারী দেবতাদের আদেশ দিলেন, "তোমরা নিজের পছন্দনীয় স্থানে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করো।" সে সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা রূপে হিমালয়ে বাস করছিলেন। তিনি দেবতাদের বললেন, "তোমরা ঘর নির্মাণের সময় বৃক্ষ নষ্ট করবে না। আমি শালবনে বসবাস করছি। তোমরা শালবনের চারিপাশে বাস করো।" বৃক্ষদেবতাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তাঁরা বোধিসত্ত্বের কথামতো কাজ করলেন। যারা নির্বোধ তাঁরা বললেন, "আমরা বনে বাস করব কেন ? লোকালয়ে গ্রাম, নগর, রাজধানী প্রভৃতি স্থানে থাকলে কত সুবিধা। যে সকল দেবতা এরূপ স্থানে বাস করেন, তাঁরা ভক্তদের নিকট কত উপহার পেয়ে থাকেন।" এরূপ বলে নির্বোধ দেবতারা লোকালয়ে গিয়ে বৃক্ষসমূহে বাস করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই স্থানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হলো। বৃক্ষগুলোর বহু শাখা-প্রশাখা ছিল এবং মূল দৃঢ় ছিল। কিন্তু তারা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল না বলে ঝড়বৃষ্টির বেগ সহ্য করতে পারল না। শাখা-প্রশাখা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সেই ঝড় যখন পরস্পর আবদ্ধ শালবৃক্ষসমূহের বনে উপস্থিত হলো তখন বারবার আঘাত করেও সেখানকার একটি বৃক্ষকেও অনিষ্ট করতে পারল না। তখন ভগ্ন গৃহের দেবতাগণ নিরাশ্রয় হয়ে পুত্র-কন্যাসহ হিমালয়ের শালবনে গমন করলেন এবং সেখানকার শালবনবাসি দেবতাদের নিকট নিজেদের দুঃখের কাহিনি জানালেন। তখন শালবনে বসবাসকারী দেবতাগণ তাদের কথা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়ে বললেন। তাদের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমার সৎপরামর্শ গ্রহণ না করাতেই তাদের এরূপ দুঃখ-দুর্দশা হয়েছে।' বোধিসত্ত্ব তাদের উদ্দেশ্যে এই ধর্ম গাথা ভাষণ করলেন– "বনের বৃক্ষরাজির মতো পরস্পর আলিঙ্গন করে বাস করলে কোনো বিপদ আসে না। শত্রু ভয় থাকবে না। একাকী বাস করলে বিপদ আসে; তার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করা মঙ্গল।"

উপদেশ

একতাই শক্তি।

দলগত কাজ

বাক্য লিখন: দলে আলোচনা করে মিলেমিশে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখি

১.
২.
৩.
৪.
৫.

জাতকের শিক্ষা

চিত্র-৩০: নদীর ধারে বসে বুদ্ধ রাজাগণকে মিলেমিশে জল ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন

মানুষ, জীব ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও মিল রয়েছে। জাতক পাঠে আমরা তা জানতে পারি। গৃধ্র জাতক পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, মানুষের ন্যায় পশুপাখিরও পরিবার থাকে। তারাও পরম আদরে সন্তান লালন পালন করে। তাদের সন্তানেরাও মানুষের মতো বৃদ্ধ মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করে। মানুষ

যেমন পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসে, পশুপাখিও তেমনি ভালোবাসে। পরিবারের কেউ হারিয়ে গেলে, মৃত্যুবরণ করলে বা আহত হলে মানুষ যেমন কষ্ট পায় তেমনি পশুপাখিরাও কষ্ট পায়। তাই পশু-পাখি শিকার করা উচিত নয়।

মিত্রামিত্র জাতক পাঠে আমরা কে মিত্র, কে অমিত্র তা জানতে পারি। মিত্র সব সময় উপকার করে। ভালো কাজের প্রশংসা করে। বিপদ আপদ হতে রক্ষা করে এবং সৎ পথে পরিচালিত করে। অপরদিকে, অমিত্র অপকার করে। ভালো কাজ করলেও নিন্দা করে। বিপদ-আপদ দেখলে দূরে সরে থাকে এবং বিপথে পরিচালিত করে। তাই মিত্র-অমিত্র লক্ষণ জেনে মিত্রতা করা উচিত।

বৃক্ষধর্ম জাতক হতে আমরা শিক্ষা পাই যে, একতাই শক্তি। গুল্ম, লতা, বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পরস্পর জড়াজড়ি করেছিল বলে ঝড়ে একটি বৃক্ষও মাটিতে পড়ে যায়নি। অপরদিকে, বহু শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন ও দৃঢ় মূলের বৃহৎ বৃক্ষ একা থাকার কারণে ঝড়ের আঘাতে মাটিতে পড়ে যায়। তাই আমাদের উচিত পরস্পর মিলেমিশে থাকা। মিলেমিশে বসবাস করলে শত্রু ক্ষতি সাধন করতে পারে না। বুদ্ধের সময়ে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের মধ্যে কলহ দেখা দিয়েছিল। রাজাগণ ছিলেন পরস্পরের আত্মীয়। বুদ্ধ তাঁদের কলহ ত্যাগ করে এবং অপচয় না করে রোহিণী নদীর জল মিলেমিশে ব্যবহার করতে উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তাঁরা মিলেমিশে জল ব্যবহার করে একতাবদ্ধ হয়ে সুখে বসবাস করতে থাকেন। জলের অপর নাম জীবন। আমরা প্রতিদিন নানা কাজে জল ব্যবহার করি। যেমন: আমরা জল পান করি, জল দ্বারা স্নান করি, আসবাবপত্র ধৌত করি, সেচ দিয়ে জমিতে ফসল ফলাই। তাই সকলের উচিত, অপচয় না করে সঠিকভাবে জল ব্যবহার করা।

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই :

১। অমিত্রকে কী করা উচিত?
ক) নিন্দা খ) ত্যাগ গ) ঈর্ষা ঘ) আপন

২। বৌদ্ধশাস্ত্রে জাতকের সংখ্যা কয়টি?
ক) ৫৩০ খ) ৫৪০ গ) ৫৫০ ঘ) ৫৬০

৩। "ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ"– কোন জাতকের উপদেশ?
ক) সুখ বিহারী জাতক খ) নক্ষত্র জাতক গ) বক জাতক ঘ) সিংহচর্ম জাতক

৪। মিত্র সবসময় কী করে?
ক) উপকার খ) অপকার গ) নিন্দা ঘ) হিংসা

৫। রোহিনী নদীর জল মিলেমিশে ব্যবহার করতে কে উপদেশ দিয়েছিলেন?
ক) রাজা বিম্বিসার খ) রাজা প্রসেনজিত গ) বুদ্ধ ঘ) রাজা শুদ্ধোদন

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি :

১। বোধিসত্ত্ব রাজাকে মিত্রামিত্র চেনার -------- লক্ষণ বলেছিলেন।

২। পশু-পাখি ---------- করা উচিত নয়।

৩। মাতা-পিতার প্রতি ----------- পালন করা সকলের উচিত।

৪। বিপদে ------- পরিচয়।

৫। জাতকের উপদেশ মানুষকে --------- ও ----------- প্রতি সদয় আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

গ) মিলকরণ করি :

১। মানুষ, জীব ও প্রকৃতির মধ্যে	ক) পরস্পর মিলেমিশে থাকা।
২। আমাদের উচিত	খ) অপচয় না করে সঠিকভাবে জল ব্যবহার করা।
৩। মিলেমিশে বসবাস করলে	গ) পশুপাখিও তেমনি ভালোবাসে।
৪। সকলের উচিত	ঘ) গভীর সম্পর্ক ও মিল রয়েছে।
৫। মানুষ যেমন পরিবারের সদস্যদের ভালোবাসে	ঙ) শত্রু ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

ঘ) **শুদ্ধ ও অশুদ্ধ : টিক (√) চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় করি :**

১। মানুষের ন্যায় পশু-পাখির পরিবার থাকে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। পাখিরাও পরম আদরে সন্তান লালন পালন করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। বোধিসত্ত্ব রাজাকে মিত্র-অমিত্র চেনার ষোলটি লক্ষণ বলেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। অমিত্র বিপদে আপদে সাহায্য করে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। মিত্র-অমিত্র লক্ষণ জেনে মিত্রতা করা উচিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১। জাতক কী কী হতে শিক্ষা দান করে?

২। গৃধ্র জাতক পাঠ করে কী শিক্ষা লাভ করা যায়?

৩। কোন ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

৪। বৃক্ষধর্ম জাতকে বোধিসত্ত্ব ভাষিত গাথাটি লেখো।

৫। নিচে নির্দেশিত উপদেশসমূহ কোনটি কোন জাতকের তা লেখো।

জাতক	উপদেশ
	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
	বিপদে বন্ধুর পরিচয়
	অতি চালাকের গলায় দড়ি
	ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ
	শুভ কাজের কোনো কালাকাল নেই

চ) **বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

১। 'পশু-পাখি শিকার করা উচিত নয়'– এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

২। মিত্র চেনার ৩টি এবং অমিত্র চেনার ৩টি লক্ষণ লেখো।

৩। মিলে-মিশে থাকার উপকারিতা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

৪। কলহের কথা শুনে বুদ্ধ রাজাগণকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

৫। গৃধ্র জাতকের উপদেশ তুমি কীভাবে অনুসরণ করবে?

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি–বৌদ্ধধর্ম

প্রাণিহত্যা মহাপাপ ।

–গৌতম বুদ্ধ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য